'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়'

কারাবার্তা

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০০৭

কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

WE NOT ONLY MANUFACTURE
PHARMACEUTICAL PRODUCTS

We offer health care solution

WE NOT ONLY AID IN TREATING DISEASES

We always serve the nation

Opsonin
Ideas for healthcare

Opsonin Pharma Limited

Corporate Headquarters:
Opsonin Building, 30 New Eskaton Road, Dhaka 1000
Tel. PABX: (02) 933 2262, 935 6451, Fax: 880-2-831 1905

Factory:
Bagura Road, Barisal, Bangladesh
Tel. PABX: (0431) 64 054, 64 074, Fax: (880-431) 64 232

website: www.opsonin.com

কারাবার্তা

১ম বর্ষ • ১ম সংখ্যা • ফেব্রুয়ারি ২০০৭

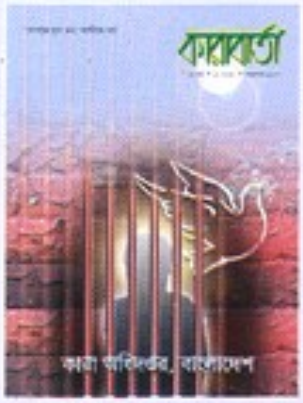

প্রকাশনা পরিষদ

সভাপতি

- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান
  এ এফ ডব্লিউ সি, পি এস সি
  কারা মহাপরিদর্শক

সহ-সভাপতি

- কর্ণেল মোঃ সিরাজুল করিম
  অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

সম্পাদক

- সরদার আব্দুস সালাম
  উপ কারা মহাপরিদর্শক

সহ-সম্পাদক

- মোঃ আজমল হোসেন
  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
- মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)
- মোঃ আলতাব হোসেন
  সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)

সদস্য সচিব

- মোঃ আসাদুর রহমান
  ডেপুটি জেলার

সূচিপত্র

কারাগার সৃষ্টির ইতিহাস	১১
কারাগারে বন্দীদের দৈনন্দিন জীবন	১২
বন্দীদের প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ	১৬
কারা সপ্তাহ	১৯
বৃক্ষ রোপণ	২৭
সাহিত্য পাতা	২৯
কারা বিভাগের পোশাকের বিবর্তন	৩৬
কারারক্ষী ভর্তি	৩৭
নবীন কারারক্ষী প্রশিক্ষণ	৩৮
নিরাপত্তা ইউনিট	৪২
কারা বিভাগের খেলাধুলা প্রতিযোগিতা	৪৩
কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি	৪৬
ডে কেয়ার সেন্টার	৫২
Juvenile Correction System in Bangladesh	৫৪
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিকথা	৫৮
এক নজরে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার	৫৯
যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী পরবর্তী পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন	৬০
স্মরণ	৬১
কারা বিভাগে দরবার ব্যবস্থা	৬২
পত্রিকার পাতায় কারাগার	৬৩
দুর্নীতি দূরীকরণে কারা বিভাগের অর্জন	৬৪
কারা বেকারী	৬৫
জেল ভিজিটর এবং বন্দী কল্যাণ	৬৬
Sensitization Workshop	৬৭
অবসর গ্রহণ	৬৮
বন্দী শ্রম ও সম্ভাবনা	৬৯
কারা বিভাগের ডিভিশনাল ও ডিপার্টমেন্টাল সাইন	৭২

"কারাবার্তা" সরদার আব্দুস সালাম-এর সম্পাদনায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ও আযিযী গ্রাফিক্স এন্ড নেটওয়ার্ক, ১৭১, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৮৩৫৬৫০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১২০২৭১৭৮ থেকে মুদ্রিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সচিব

ডি, ও, নং ....১৪১-স্বঃসচিব/২০০৭....

তাং ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৭

বাণী

কারা বিভাগ এই প্রথম বারের মত **"কারা বার্তা"** শীর্ষক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই ম্যাগাজিন কারাগার সম্পর্কে জনসাধারণের নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে এবং কারাগারের বন্দীদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারণা দিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। কারা বিভাগের অগ্রযাত্রায় সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি কারা বিভাগের অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ আবদুল করিম)

কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
বাংলাদেশ

বাণী

কারা বিভাগ একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং মানবতার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বন্দীদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত এবং তাদের সংশোধনের মাধ্যমে কারা বিভাগ দেশের সেবায় নিয়োজিত।

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়-এই সত্য প্রতিষ্ঠায় "কারাবার্তা" কারাগারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মানব কল্যাণে উৎসাহ যোগাবে এবং এর মাধ্যমে কারা বিভাগের কার্যক্রম জাতির সামনে তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

প্রথমবারের মতো প্রকাশিত "কারাবার্তা" পুনঃ পুনঃ সংখ্যায় প্রকাশের আশা ব্যক্ত করছি।

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান)

মুখবন্ধ

কারাগার একটি অতি পুরাতন ও সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান। সাধারণ মানুষ কারাগারের নাম শুনলে আঁতকে ওঠে। তবে কারাগারের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সকল দেশেই অপরিহার্য। অধিকাংশ দেশেই কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের দেশেও একই ধারণা পোষণ করা হয়। কারাগার সমূহে আগত বিপথগামী লোকদের সঠিক প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে তাদের ভুল বুঝতে সহায়তা করা এবং বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমাজে ফিরিয়ে দিতে পারার মধ্যেই রয়েছে কারা প্রশাসনের সার্থকতা। সমাজের এই শৃংখলা ফিরিয়ে আনার দায়িত্বে নিয়োজিত কারা বিভাগ বিগত কিছুদিনে উল্লেখযোগ্য ও বলিষ্ঠ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার ফলে ইতোমধ্যেই সমাজ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। আমাদের এই কার্যক্রমকে সকলের বিবেচনায় আনতে এই প্রথম "কারাবার্তা" একটি ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদানের পর প্রথমতঃ আমি কারাগার পরিচালনায় দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করি অতঃপর সামগ্রিক কারা কার্যক্রমকে একটি সত্যিকার অর্থে সংশোধনাগারের কার্যক্রমে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের যে সকল দুর্বলতাগুলি নিয়ে প্রচার মাধ্যমসমূহ বেশ সোচ্চার ছিল, যেমন-সীমাহীন দুর্নীতি, শিথিল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে ঘন ঘন বন্দী পলায়ন, কারাভ্যন্তরে মাদক ব্যবসা, কারাভ্যন্তরের দুর্ধর্ষ আসামী কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্যাডার/সিন্ডিকেট পরিচালনা ইত্যাদি। এছাড়াও আমার কাছে মনে হয়েছিল যে বিভাগের অফিসার ও কাররক্ষীদের মনোবল যথেষ্ট উঁচু নয়। তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্মানবোধ, স্পিরিট ডি কোর ও ফেলোমেনশীপের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। কারা বিভাগের একজন গর্বিত সদস্য হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করতে খুব বেশী অফিসার/কাররক্ষীকে দেখেছি বলে মনে হয় না। যে কোন প্রশাসন, বিশেষ করে ইউনিফর্ম পরিহিত ও অস্ত্রধারীদের জন্য চেইন অব কম্যান্ড বজায় রাখাটি অত্যন্ত জরুরী যা আমাদের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। কারা বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক কিছু নতুন পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজনও অনুভূত হয়। কারা অধিদপ্তর থেকে সকল জেল সমূহের উপরে সার্বক্ষণিকভাবে একটি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কিছু জেল পরিদর্শন করে বন্দী ব্যবস্থাপনারও বেশ কিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বন্দীদের যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাবার কথা তার পুরোপুরি তারা পাচ্ছে না বরং তারা বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। যেখানে কারাগারে একজন বন্দীর অবস্থানকালে শুদ্ধ হয়ে সমাজে ফিরে যাবার কথা সেখানে তারা হয়ত আরো বেশি ক্ষোভ/হতাশা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। বন্দী মোটিভেশনের একটি অংশ হল তাদের কারাভ্যন্তরে কিছু কাজ শেখার সুযোগ করে দেওয়া যা অবলম্বন করে তারা মুক্ত হয়ে বাইরে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে। দুঃখজনক হলেও সত্য বন্দীদের জন্য সেই ব্রিটিশ আমলে অনুসৃত কিছু বাঁশের তৈরি হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য, তাঁতের কাপড় বুনন বা তদ্রুপ দুএকটি কাজ শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া বর্তমান যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন কাজ শেখার সুযোগ ছিল না।

উপরের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার পর শুরু হয় সেগুলি দূরীকরণ/উন্নয়নের প্রচেষ্টা। মূল লক্ষ্য হিসেবে সামনে রাখা হয় একটি দুর্নীতিহীন পরিবেশ, যেখানে বন্দীরা পাবে বিশৃঙ্খল জীবন থেকে ফিরে আসার অনুপ্রেরণা আর তাদের দেখভালে নিয়োজিত কাররক্ষীরা হবে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত একটি দল যারা প্রথমতঃ বন্দীদের শতভাগ নিরাপত্তা বিধান করতে পারবে এবং দ্বিতীয়তঃ বন্দীদের সুস্থ জীবনে ফিরে আসার প্রক্রিয়ায়ও করতে পারবে পূর্ণ সহযোগিতা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য একের পর এক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে দৃষ্টি নন্দন ইউনিফর্মের প্রবর্তন, "কারাসপ্তাহ"র অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে জাতির সামনে কারা বিভাগকে তুলে ধরা, সকল কারাগারে মাসিক দরবার প্যারেড প্রচলনের মাধ্যমে কারাগার ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা জোরদারকরণ, প্রশিক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সকলের জন্য বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, দৈনন্দিন ভিত্তিতে প্যারেড ট্রেনিং এর অনুশীলন, আন্তঃজেল ও আন্তঃবিভাগীয় খেলাধূলা প্রতিযোগিতা, ডেপুটি জেলার ও জেলারদের জন্য পিস্তল বরাদ্দকরণ, জেল সমূহের নিরাপত্তা জোরদারকরণে নিরাপত্তা সেল গঠন ও পরিচালনা। এছাড়াও কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবারবর্গের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে "কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি"র প্রবর্তন, কারা পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা, সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রকল্প চালুকরণ ইত্যাদি। কারা নিরাপত্তা জোরদারকরণে এবং দাপ্তরিক কার্যাবলী আরও গতিশীল করতে পর্যায়ক্রমে কারাগার কম্পিউটার ডাটা লিংকেজের আওতায় আনার প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি বন্দীদের জন্যও গ্রহণ করা হয় বহুমুখী সংশোধনমূলক কার্যক্রম। প্রথমেই যাতে তারা কারাভ্যন্তরের অবস্থানকে সংশোধনের একটি স্থান হিসেবে বিবেচনা করতে পারে সেজন্য সেখানকার সকল অনিয়ম দূর করার জন্য চলছে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা এবং ইতোমধ্যে অনেক সফলতাও অর্জিত হয়েছে। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত বন্দীদের এখন পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অনেককে ধর্মীয় শিক্ষাও প্রদান করা হচ্ছে। কারাগার সমূহে চালু হয়েছে বিভিন্ন প্রেষণামূলক কর্মকান্ড। পুরুষ বন্দীদের জন্য চলছে নানাবিধ বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি যেমন-টিভি, ফ্রিজ, এসি, ফ্যান, ঘড়ি ইত্যাদি মেরামতের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। এর পাশাপাশি তারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট ও খাম যার লভ্যাংশ তাদের একাউন্টে জমা করা হচ্ছে। মহিলা বন্দীদের জন্য চলছে সূচী ও সেলাই শিক্ষার কাজ। তাদের এই শিক্ষা এখন কয়েকটি জেলে ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এর লভ্যাংশ তাদের একাউন্টে জমা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রচলিত এ কাজগুলি অনেক বন্দীই বিপুল উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেছে। দেশের সকল সরকারী অফিসের খাম সাশ্রয়ী মূল্যে বন্দীদের মাধ্যমে তৈরি করার একটি প্রস্তাব ইতোমধ্যেই সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। কারাভ্যন্তরে বন্দীদের জন্য ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে। আশা করা যায় উপরোক্ত সকল প্রেষণামূলক কর্মকান্ড বন্দীদের কারাবাস শেষে বাহিরে গিয়ে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

কারা বিভাগ আজ এক নতুন উদ্যমে ও পরিচয়ে সামনে এগিয়ে চলছে যার বার্তা বহন করছে এই "কারাবার্তা"। আমি আশা করি আমাদের এই অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতের দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান
এ এফ ডব্লিউ সি, পি এস সি
কারা মহাপরিদর্শক

কারা অধিদপ্তর

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান
এ এফ ডব্লিউ সি, পি এস সি
কারা মহাপরিদর্শক

কর্ণেল মোঃ সিরাজুল করিম
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক

সরদার আব্দুস সালাম
উপ কারা মহাপরিদর্শক

মোঃ আজমল হোসেন
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)

মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)

মোঃ আলতাব হোসেন
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)

ঢাকা বিভাগ

মেজর সামসুল হায়দার সিদ্দিকী
কারা উপ মহাপরিদর্শক
ঢাকা বিভাগ

এ.কে.এম মঞ্জুরুল করিম
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ গোলাম হায়দার
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার

সি.এম.এ মতিন
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (পার্ট-১)

এ.কে.এম আজাদ
জেল সুপার
মানিকগঞ্জ জেলা কারাগার

সোহরাব হোসেন
জেল সুপার
টাঙ্গাইল জেলা কারাগার

গিয়াসউদ্দীন মোল্লা
জেল সুপার
নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার

টিপু সুলতান
জেল সুপার
কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার

পার্থ গোপাল বণিক
জেল সুপার
ফরিদপুর জেলা কারাগার

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (পার্ট-২)

মোঃ ছগির মিয়া
জেল সুপার
গোপালগঞ্জ জেলা কারাগার

শামসুল হুদা
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগার

রুহুল আমীন
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
নরসিংদী জেলা কারাগার

মোঃ আজিজ উদ্দীন তালুকদার
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
মাদারীপুর জেলা কারাগার

মোঃ তৌহিদ
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
শরীয়তপুর জেলা কারাগার

মোঃ নুরুল ইসলাম
জেলার
গাজীপুর জেলা কারাগার

মোঃ সাদেক উদ্দীন
জেলার
রাজবাড়ি জেলা কারাগার

মোশাররফ হোসেন
জেলার
শেরপুর জেলা কারাগার

কিশোর কুমার নাগ
জেলার
জামালপুর জেলা কারাগার

মোঃ গোলাম রব্বানী
জেলার
নেত্রকোণা জেলা কারাগার

চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ

মোঃ মকবুল হোসেন
উপ কারা মহা পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ

এ.কে.এম ফজলুল হক
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ বজলুর রশীদ
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ মকবুল হোসেন
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ রেজাউল করীম
জেল সুপার
ফেনী জেলা কারাগার

অসীম কান্ত পাল
জেল সুপার
লক্ষীপুর জেলা কারাগার

মিজানুর রহমান
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
নোয়াখালী জেলা কারাগার

জামিল আহমেদ চৌধুরী
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
হবিগঞ্জ জেলা কারাগার

শাহজাহান আহমেদ
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
মৌলভীবাজার জেলা কারাগার

মোঃ দিদারুল ইসলাম
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
কক্সবাজার জেলা কারাগার

জহিরুদ্দীন বাবর
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
বি. বাড়িয়া জেলা কারাগার

জয়নুল উদ্দীন
জেলার
চাঁদপুর জেলা কারাগার

হারুন অর রশীদ
জেলার
রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার

মুজিবুর রহমান
ডেপুটি জেলার
বান্দরবান জেলা কারাগার

দেব দুলাল কর্মকার
ডেপুটি জেলার
সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার

ফরিদুর রহমান
ডেপুটি জেলার
খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার

রাজশাহী বিভাগ

মেজর মোঃ হাফিজুর রহমান পীর
উপ কারা মহা পরিদর্শক
রাজশাহী বিভাগ

মোঃ জাকির হোসেন
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ হারুণ অর রশীদ
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ ফরহাদ মিয়া
জেল সুপার
দিনাজপুর জেলা কারাগার

মোঃ মোশাররফ হোসেন
জেল সুপার
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার

আব্দুর রাজ্জাক
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
বগুড়া জেলা কারাগার

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
নওগাঁ জেলা কারাগার

মোঃ সিদ্দীকুর রহমান
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার

মোঃ হেলাল উদ্দীন
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
পাবনা জেলা কারাগার

মোঃ আনোয়ারুল হক
জেলার
নাটোর জেলা কারাগার

আব্দুল জলিল
জেলার
পঞ্চগড় জেলা কারাগার

আজহারুল হক
জেলার
লালমনিরহাট জেলা কারাগার

আব্দুল খালেক বারী
জেলার
ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার

মোঃ নজরুল ইসলাম
জেলার
জয়পুরহাট জেলা কারাগার

মোঃ ইসমাইল হোসেন
জেলার
নীলফামারী জেলা কারাগার

মোঃ মাসুদুর রহমান
জেলার
কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার

মোঃ ওমর ফারুক
জেলার
গাইবান্ধা জেলা কারাগার

খুলনা ও বরিশাল বিভাগ

মোঃ আজিজুল হক
উপ কারা মহাপরিদর্শক (ভারপ্রাঃ)
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ

মোঃ আজিজুল হক
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ হারুণ অর রশীদ
জেল সুপার
পটুয়াখালী জেলা কারাগার

মোঃ আবদুল কাদের
সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ)
বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার

মোঃ আতাউর রহমান
জেল সুপার
খুলনা জেলা কারাগার

মোঃ নুরুল ইসলাম
জেল সুপার
কুষ্টিয়া জেলা কারাগার

আব্বাস আলী আকন
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার

মোঃ আব্দুল জব্বার বিশ্বাস
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
সাতক্ষীরা জেলা কারাগার

বিমল চন্দ্র সাহা
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
বাগেরহাট জেলা কারাগার

মোঃ সোলায়মান আলী
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
মাগুরা জেলা কারাগার

মোঃ কামরান আলী
জেল সুপার (চঃ দাঃ)
ঝিনাইদহ জেলা কারাগার

মনির হোসেন
জেলার
পিরোজপুর জেলা কারাগার

মোঃ মজিবুর রহমান
জেলার
ঝালকাঠি জেলা কারাগার

মোঃ আমজাদ হোসেন
জেলার
নড়াইল জেলা কারাগার

সুভাষ কুমার ঘোষ
ডেপুটি জেলার
বরগুনা জেলা কারাগার

মোঃ শরীফুল ইসলাম
ডেপুটি জেলার
মেহেরপুর জেলা কারাগার

নেসার আহমেদ
ডেপুটি জেলার
ভোলা জেলা কারাগার

সম্পাদকীয়

"কারাগার একটি নিষিদ্ধ ইতিহাস, একটি অন্ধকার জীবনের গল্প, চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ মানুষ নামক কীটের জীবন যাপন;" যেভাবেই কারাগারকে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, কারাগারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি সভ্য সমাজেই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আর তাই জনসম্মুখে কারাগারের ভূমিকা এবং আমাদের কার্যক্রম তুলে ধরার প্রয়োজনে "কারা বার্তা"র শুভ সূচনা। সমাজ কিংবা আইনের চোখে দোষী, সমাজের কীট নামে চিহ্নিত ব্যক্তিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে টপটেরর, টেরর, সন্ত্রাসী, খুনী, বিভিন্ন নামে বিচরণ করে। তাদের ভয়ে এবং কুকর্মে সভ্যতা হয়ে উঠে বর্বর, মানুষ পায় না স্বস্তি। জাতিকে সভ্যতার স্বস্তি দেবার এক গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এ সকল নামধারী ধৃত অপরাধীদের কারাগারে আটক নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জেল দিবা রাত্রি কাজ করে যাচ্ছে। কারাগারে বন্দীর নিরাপদ আটক নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেষণামূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ হিসাবে তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসনে সহযোগিতা করে কারা কর্তৃপক্ষ দেশের সেবায় নিয়োজিত। কারা কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যতিক্রমধর্মী পেশা, ব্যতিক্রমী সেবা, তাদের জীবন যাপন, তাদের চিন্তা চেতনা, পাওয়া না পাওয়ার ব্যথা বেদনা এবং চার দেয়ালের মাঝে আটক বন্দীদের অজানা বিভিন্ন কাহিনী, বিভিন্ন চিন্তামূলক লিখনীর মধ্য দিয়ে কারাগারকে সমাজের সামনে তথা দেশের সামনে উন্মোচন করার যুগান্তকারী সূচনা হ'ল এই কারাবার্তার মধ্য দিয়ে। এই "কারাবার্তা"য় থাকবে বিভিন্ন গঠনমূলক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনধর্মী গল্প, কবিতা, ছড়া, থাকবে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ সংস্কৃতি, খেলাধূলার সংবাদ, স্মৃতিকথা, প্রশাসনিক সংবাদ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদোন্নতি, নিয়োগ, মৃত্যুর সংবাদ এবং অন্যান্য। আমরা আশা করি এই "কারাবার্তা"র মাধ্যমে পাঠক তথা জন সাধারণের সাথে বৃদ্ধি পাবে আমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

সরদার আব্দুস সালাম
কারা উপ মহাপরিদর্শক (সঃ দঃ)
কারা অধিদপ্তর ও
সম্পাদক

কারাগার সৃষ্টির ইতিহাস

বিমল চন্দ্র সাহা
তত্ত্বাবধায়ক,
বাগেরহাট জেলা কারাগার।

"লাল দালান" লোক পরম্পরায় চলে আসছে কথাটা। চারপাশ ঘিরে ভারী উঁচু দেয়াল; মধ্যে লোহার গারদে আটক মানব সন্তান। তার দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা আমাদের গতিময় স্বাভাবিক জীবনকে স্পর্শ করে না। বদ্ধ কুঠুরীতে আত্মদহনে জ্বলে-পুড়ে কেউ হয় খাঁটি সোনা, আঁধার মানিক, আবার কেউবা ডুবে যায় অন্ধকার অতলে। প্রশ্ন কি জাগেনা জগতের মধ্যে চার দেয়ালে ঘেরা রহস্যময় আলাদা জগৎ কিভাবে তৈরী হল? উল্লেখ্য একদা এ জগতের সকল অবকাঠামো লাল রংয়ে মোড়া ছিল।

কারাগার বা জেল খানার উৎপত্তির সঠিক নির্ঘন্ট পাওয়া খুবই দুরূহ। ইতিহাসবেত্তাদের কাছে এ বিষয়টি এখনো উন্মোচনের অপেক্ষায়। কারা ব্যবস্থাপনার অতীত খুঁজে যে টুকু জানা যায় ১৫৫২ সালে লন্ডনে একটি প্রাসাদ St Briget well প্রথম কারাগার হিসাবে চিহ্নিত হয়। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বিভিন্ন দিক থেকে কারাগারের উপযোগীতা উপলব্ধি করে ১৫৯৭ সালে বৃটিশ সরকার এ ধরণের আরো কয়েকটি কারাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ১৬০০ সালে লন্ডনের প্রত্যেক কাউন্টিতে কারাগার তৈরীর নির্দেশ দেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ কারাগার গুলোতে বন্দীদের দৈহিক পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার দিকে দৃষ্টি দেয়া হত। তবে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে Goal বা জেলখানার ধারণা যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। কারণ সে সময়ে এ ধরণের Goal মৃত্যু কুঠুরী হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছিল। প্রায় আলো বাতাসহীন ঘরে নারী পুরুষ সবাইকে একত্রে রাখা হত। ফলে অনেক মহিলা নিপৃহিত হত। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠলে এ ব্যবস্থার আশু সংস্কার করা হয়। সে সময়ে কারা সংস্কারে দারুণ অবদান ছিল জন হাওয়ার্ড নামের একজন সামাজিক ব্যক্তিত্বের। তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর (১৭৭৩ খ্রিঃ - ১৭৯০ খ্রিঃ) কারাগার সমূহ পরিদর্শন করে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে অনেক লেখা-লেখির পর কারা ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। ১৮১২ খ্রিঃ ইংল্যান্ডে প্রথম জাতীয় কারাগার Milk Bank প্রতিষ্ঠিত হয়। পঁচিশ লাখ পাউন্ড ব্যয়ে নির্মিত Milk Bank -এ তিন কিলোমিটার লম্বা বারান্দাসহ কয়েক শত প্রকোষ্ঠ ছিল, যার কাজ শুরু হয়েছিল ১৮১২ সালে এবং শেষ হয় ১৮২১ সালে।

যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভের পর ১৭৯০ সালে ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যে Wal Nut St. Jail প্রথম রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে স্থাপিত হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে ১৭৯৬ সালে এবং ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে ১৮২৯ সালে কারাগার স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ম্যারিল্যান্ডের কারাগারে বন্দীদের জন্য স্থূল সম্পৃক্ত করা হয়। ১৮৩২ সালে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে স্থাপিত কারাগারে প্রথমবারের মত পুরস্কার পদ্ধতি হিসাবে বন্দীদের ভাল আচরণের জন্য মাসে ০২(দুই) দিন জেল মওকুফ ও খারাপ আচরণের জন্য কয়েক ধরণের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ১৮৩১ সালে ভারমোন্ট কারাগারে স্বজনদের সাথে চিঠি যোগাযোগের সুযোগ দেয়া হয়।

গবেষণার অভাবে দূর অতীতে আমাদের উপ-মহাদেশে কারাগার ও ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট তথ্যের যোগান সীমিত হয়ে আছে। জানা যায় ভারতের রাজা অশোকের সময়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বন্দীকে তিন দিন একটা কুঠুরীতে বেঁধে রাখা হত। মুঘল আমলে কিল্লা সমূহে ছোট পরিসরে কিছু কিছু কয়েদ খানা ছিল যা কিনা কর্তা ব্যক্তিদের মৌখিক হুকুমে নিয়ন্ত্রিত হতো। এ ধরণের কয়েদ খানার অস্তিত্ব জমিদারী ব্যবস্থাপনায় ছিল। উপ-মহাদেশের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আগমণের পর মূলতঃ কারা ব্যবস্থাপনা নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৮১৮ সালে রাজবন্দীদের আটকার্থে বেঙ্গল বিধি জারী করা হয়। অবিভক্ত ভারত বর্ষে ১৮৩৬ সালে বিভিন্ন জেলায় এবং মহকুমা সদরে কারাগার নির্মাণ করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা এবং কয়েকটি জেলা এবং মহকুমা কারাগার উক্ত সময়ে নির্মিত হয়। তবে ১৭৮৮ সালে একটি ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা কারাগারে কাজ শুরু হয়েছে। ১৮৬৪ সালে সকল কারাগার পরিচালনা ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক সমন্বিত কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয় Code of rules চালুর মাধ্যমে। ১৯২৭ সালে এপ্রিলে কিশোরদের জন্য বাকুড়ায় (ভারত) প্রথম Borstal Institute স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সালে অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি, আলীপুর, মেদিনিপুর, ঢাকা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরে ০৪ টি কেন্দ্রীয় কারাগার ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪৩ টি উপ-কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল (বি ডি জে) এর যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে বন্দী সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে উপ-কারাগার গুলিকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে ১১টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল কাজ করে চলেছে।

কারাগারে বন্দীদের দৈনন্দিন জীবন

পুলিশ কর্তৃক এক জন ব্যক্তি ধৃত হওয়ার পর আদালতের আদেশে পুলিশ তাদের কারাগারে নিয়ে আসে। ভর্তি শাখার ডেপুটি জেলার তার অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগীতায় উক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের কাছ থেকে নাম ঠিকানা মিলিয়ে সঠিক ব্যক্তিকে বুঝে নেন এবং তার নাম ঠিকানা রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেই মূলতঃ তার বন্দী জীবন শুরু। তার পর শুরু হয় বন্দী জীবনের কার্যক্রম। প্রথমে তার দেহ তল্লাশী করে কারাভ্যন্তরে আগমনী ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। আগমনী ওয়ার্ডে অবস্থানকালীন তার জন্য নির্ধারিত খাবার পরিবেশন করা হয়। পর দিন ভোরে জেলারের উপস্থিতিতে বন্দীদের তালামুক্ত করা এবং নতুন বন্দীদের সাথে জেলারের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। তালামুক্তির পর ডাক্তার তার স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রেকর্ড রেজিষ্টার ভুক্ত করেন। পরে সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রমগুলির সঠিকতা যাচাই এবং বন্দীর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে বন্দী গ্রহণ কার্যক্রম শেষ হয়।

কারাগারে নবাগত বন্দীদের প্রবেশকালে তল্লাশী

বন্দী বিভাজন

মূলতঃ কারাগারে আগত বন্দীদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। হাজতী এবং কয়েদী। যে সকল বন্দীদের বিচার কার্য্য শেষ হয় নাই বা বিজ্ঞ আদালত যাদের বিচার কার্য্য সমাধানের জন্য সমনের মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখে আদালত সম্মুখে হাজির করার নির্দেশ দেন মূলতঃ তারাই হাজতী বন্দী হিসাবে কারাগারে আটক থাকে। আবার যে সকল বন্দী বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে আসে বা আটক থাকে মূলতঃ তারাই কয়েদী বন্দী। বন্দী ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বন্দীকে ০৬ (ছয়) ভাগে ভাগ করা হয় ঃ-

১। সিভিল বন্দী
২। বিচারাধীন বন্দী
৩। মহিলা বন্দী
৪। ২১ বছর নিম্ন বয়সের পুরুষ বন্দী
৫। পুরুষ বন্দী যারা বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয়নি
৬। অন্যান্য সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ বন্দী

বন্দীদের কাজ ও ওয়ার্ড বন্টন

কয়েদী বন্দীদের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং শারীরিক যোগ্যতা অনুসারে জেলার বিভিন্ন ট্রেডে তাদের কাজ পাশ করে থাকেন। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে রান্না, ওয়ার্ড পরিচালনা, বন্দীদের পাহারা, পানি সরবরাহ, নাপিত, ধোপা, সুইপার, কারা হাসপাতালের রাইটার, পত্র লেখক, বই বাঁধাইসহ উৎপাদন বিভাগের বিভিন্ন ট্রেড যেমন কাঠ, বেত, বাঁশ, তাত, মোড়া, সেলাই, কামার ইত্যাদির কাজ। বন্দীদের নামের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে বয়স ভেদে তাদের পৃথক ওয়ার্ডে রাখা হয়। হাজতী বন্দীদের দিয়ে সাধারণতঃ কোন কাজ করানো হয় না।

বন্দীদের কাজ পাস এবং ওয়ার্ড বন্টন করা হচ্ছে

খাদ্য বন্টন

প্রত্যেক বন্দীকে দিনে ০৩ (তিন) বার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খাবার দেয়া হয়। সকালের নাস্তায় রুটি গুড়, দুপুরের খাবারে রুটি, সবজি/ডাল, রাতের খাবারে ভাত সবজি/মাছ/মাংস দেয়া হয়। সাধারণ শ্রেণীর বন্দীর চেয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীরা অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার পেয়ে থাকে। কারা কর্তৃপক্ষ বন্দীদের খাদ্যে রুচির কথা বিবেচনা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করেন। কারা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সাধারণ খাদ্য তালিকার অতিরিক্ত (রোগের ধরণ অনুযায়ী) খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

বন্দীদের খাবার গ্রহণ

বন্দীদের ক্যান্টিন সুবিধা

কারাভ্যন্তরে বন্দীরা কারা কর্তৃপক্ষের নিকট জমাকৃত ব্যক্তিগত অর্থের (পি সি) মাধ্যমে ফলমূল, নিত্য প্রয়োজনীয় টয়লেট্রিজ, শুকনা খাবার ক্রয় করতে পারেন। সম্প্রতি জেল সমূহে ক্যান্টিন ব্যবস্থা চালুর ফলে কারাভ্যন্তরে তৈরি চা, সিঙ্গারা, সামুচা, পুরি ইত্যাদি বন্দীদের মাঝে নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে।

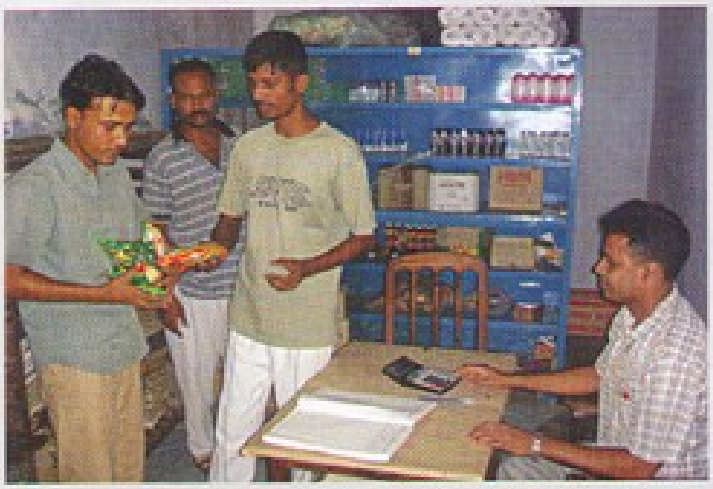

কারাভ্যন্তরে বন্দীদের ক্যান্টিন সুবিধা

বন্দীদের দেখা সাক্ষাৎ

বন্দীদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে নির্ধারিত সময় অন্তর দেখা সাক্ষাতের বিধান রয়েছে। দেখা সাক্ষাতের সময় বন্দীরা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও গ্রহণ করতে পারে।

কারাভ্যন্তরে বন্দীদের দেখা-সাক্ষাত

বন্দী বিনোদন

বন্দীদের বিনোদনের জন্য প্রতিটি কারাগারে ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি কারাগারে বন্দীরা দাবা, লুডু, তাস, ক্যারাম ইত্যাদি খেলার সুযোগ পেয়ে থাকেন। অনেক কারাগারে বন্দীরা ভলিবল খেলারও সুযোগ পান। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দী ব্যারাকে টেলিভিশনের ব্যবস্থা আছে। প্রতি কারাগারে লাইব্রেরীও আছে যেখানে বিভিন্ন ধরণের গল্প, নাটক, উপন্যাস, বিজ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ক বই রয়েছে।

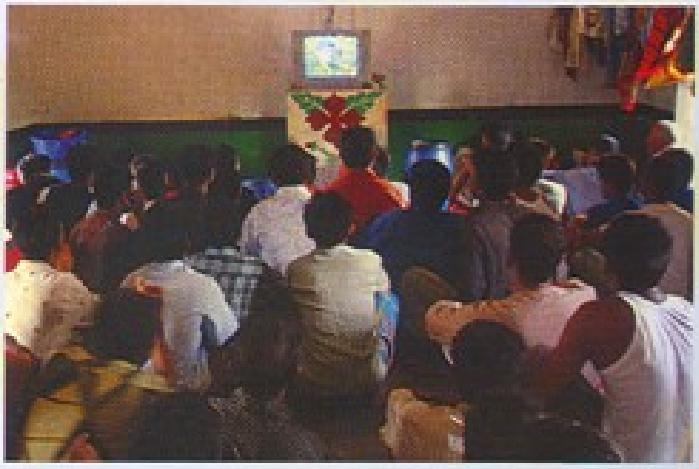

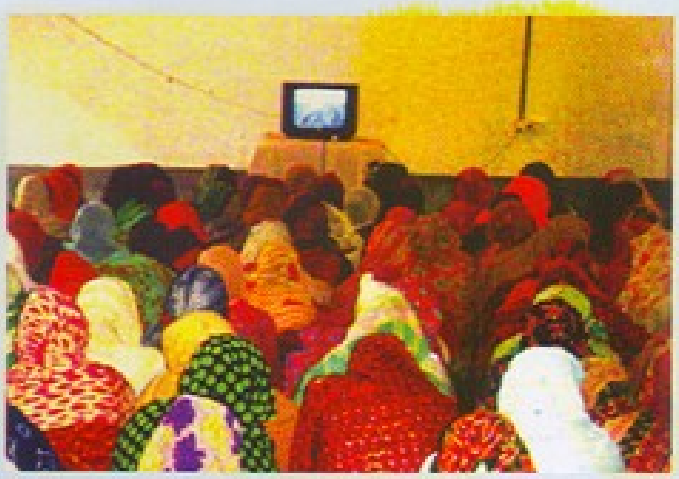

বন্দীদের ওয়ার্ডে টেলিভিশন

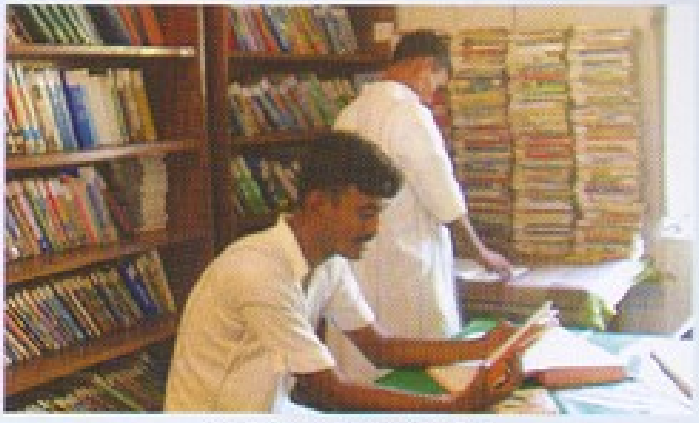

বন্দীদের জন্য লাইব্রেরী সুবিধা

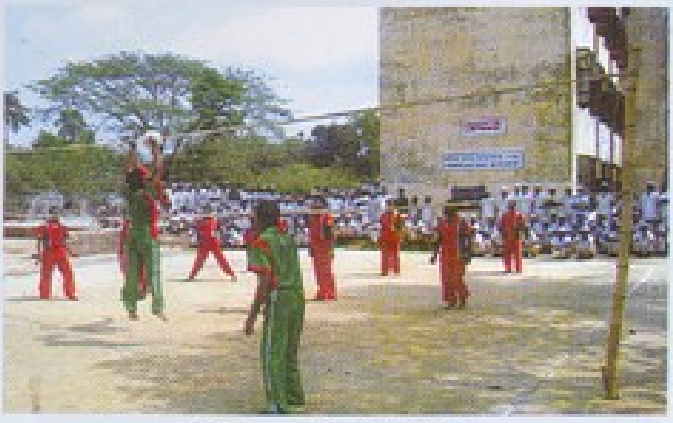

বন্দীদের ভলিবল প্রতিযোগিতা

বন্দীদের বিজয় দিবস উদযাপন

মহান বিজয় দিবসে বন্দী কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বন্দীদের চিকিৎসা সেবা

বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে প্রেষণে নিয়োজিত ডাক্তার এবং কারাগারে নিয়োগপ্রাপ্ত ফার্মাসিষ্ট/মেল নার্স বন্দী চিকিৎসা সেবার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

কারাভ্যন্তরে বন্দীদের চিকিৎসা সুবিধা

বন্দীদের প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বন্দীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে সমাজে ফিরিয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে প্রেষণামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে প্রতিটি কারাগারে বন্দীদের আশাতীত উৎসাহের ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের আওতায় মহিলা বন্দীদের জন্য সূচীশৈলী, টেইলারিং, কাঁথা সেলাই, কাগজের প্যাকেট, বাজারের ব্যাগ ও খাম তৈরি কার্যক্রম এবং পুরুষ বন্দীরা ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত, কাগজের প্যাকেট তৈরি, ব্যানার-সাইনবোর্ড লিখন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন কারাগারে মহিলা বন্দীরা নকশী কাঁথা সেলাই, কাপড়ে হাতের কাজ, মেয়েদের পোশাক সেলাই করছে এবং কারা কর্তৃপক্ষ তাদের তৈরিকৃত পণ্য বাজারজাত করে অর্জিত লভ্যাংশ তাদের ব্যক্তিগত নামে জমা করছে। উক্ত অর্থের মাধ্যমে বন্দীরা কারাভ্যন্তরে ক্যান্টিন সুবিধা ভোগ করছে এবং পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য তারা নিজ একাউন্টেও জমা করছে। কারা ভোগ শেষে এই অর্থ তাদের সামাজিক পুনর্বাসনে সহযোগিতা করবে।

সূচিশৈলীর কাজ

কাপড়ে হাতের কাজ

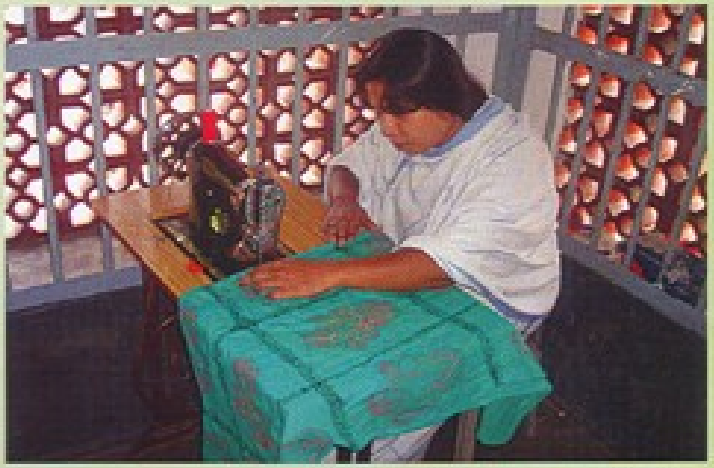

টেইলারিং

কাগজের প্যাকেট তৈরি

নকশী কাঁথা সেলাই

কারাগারে বন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ফ্রিজ ও এসি মেরামত প্রশিক্ষণ

টিভি ও রেডিও মেরামত প্রশিক্ষণ

ঘড়ি মেরামত প্রশিক্ষণ

মটর মেরামত প্রশিক্ষণ

ব্যানার ও সাইন বোর্ড লিখন প্রশিক্ষণ

ফ্যান মেরামত প্রশিক্ষণ

বন্দীদের নরসুন্দর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বন্দীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ

কারাগারে থাকাকালীন বন্দীদের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি উন্নত এবং মহৎ জীবন গঠনে সহায়ক প্রেষণামূলক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক, জেলার এবং ডেপুটি জেলারবৃন্দ বন্দীদের মাঝে সুন্দর জীবন গঠনকল্পে জীবন ধর্মী বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখছেন যা তাদের সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে এবং পরবর্তী মুক্ত জীবনে পুনর্বাসনে সহায়তা করবে।

অতিঃ কারা মহা পরিদর্শক কর্ণেল সিরাজুল করিম এইচ,আই,ভি প্রতিরোধ সম্পর্কে বন্দীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন

সিনিয়র জেল সুপার মঞ্জুরুল করিম বন্দীদের মোটিভেশন ক্লাশ নিচ্ছেন

গণশিক্ষা কার্যক্রম

আলোকিত মানুষ এবং শিক্ষিত সমাজ গঠনে জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ, তখন কারাগারও পিছিয়ে নেই এই কার্যক্রমে। বর্তমানে দেশের প্রতিটি কারাগারে গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সকল বয়সী নিরক্ষর বন্দীদের অক্ষর জ্ঞান এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম চালু আছে। কেন্দ্রীয় কারাগারে একজন কারা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, শিক্ষিত বন্দীদের স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানের মাধ্যমে এবং জেলা কারাগারে কারা মসজিদের ইমামের মাধ্যমে নিরক্ষর বন্দীদের অক্ষর জ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়।

গত ৬ মাসে সারা দেশে গণশিক্ষা কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক	বিভাগের নাম	কারাগারে অক্ষর জ্ঞান অর্জনকারী বন্দীর সংখ্যা	কারাগারে ধর্মীয়জ্ঞান অর্জনকারী বন্দীর সংখ্যা	স্বেচ্ছায় অক্ষর এবং ধর্মীয় জ্ঞান দানকারী বন্দীর সংখ্যা
১	ঢাকা	৪৩০৫	২৫৫৫	১০২৫
২	রাজশাহী	১৯৬০	১৫৩৭	৫১৯
৩	চট্টগ্রাম ও সিলেট	৩১৯৫	২০৪৪	৭১৯
৪	খুলনা ও বরিশাল	১৯৪৫	১০২০	৪৮৫
	মোট ঃ	১১,৪০৫	৭,১৫৬	২,৭৪৮

সর্বমোট ঃ ২১,৩০৯ জন

কারা সপ্তাহ ২০০৬

গত ১৩ হতে ১৯ এপ্রিল কারা সপ্তাহ '০৬ উদযাপনের মাধ্যমে শত বছরের বেড়াজালকে ছিড়ে প্রথম বারের মত কারা বিভাগ জাতির সামনে নিজেকে তুলে ধরল। গত ১৩ এপ্রিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে ২০০ জন চৌকস কারারক্ষীর মনোরম কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব লুৎফুজ্জামান বাবর কারা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময়ে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে ছিলেন কারা-মহা পরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান।

প্যারেড মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে সশস্ত্র অভিবাদন জানাচ্ছে

প্যারেড কমান্ডার কন্টিজেন্টের সাথে প্রধান অতিথিকে সালাম জানিয়ে ধীর গতিতে মার্চ করে এগিয়ে চলেছে

ধীর গতিতে মার্চ করে প্যারেড প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চ অতিক্রম করছে

জলদি গতিতে মার্চ করে প্যারেড প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চ অতিক্রম করছে

জলদি গতিতে মার্চ করে কারা বিভাগের সুসজ্জিত বালকদল প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানিয়ে মঞ্চ অতিক্রম করছে

কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব সরফরাজ হোসেন, পুলিশ মহা পরিদর্শক জনাব মোঃ আঃ কাইয়ুম, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের মহা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর মহা পরিচালক জনাব মোঃ আঃ আজিজ সরকার, ডি জি এফ আই এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ গোলাম হোসেন, র‍্যাবের অতিরিক্ত মহা পরিচালক কর্ণেল মাহাবুবুল আলম, অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক কর্ণেল মোঃ সিরাজুল করিম, কারা উপ-মহা পরিদর্শক (সদর দপ্তর) জনাব সর্দার আব্দুস সালাম, চার বিভাগের কারা উপ-মহা পরিদর্শকবৃন্দ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রতিটি কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগার হতে আগত সিনিয়র জেল সুপার ও জেল সুপারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মানীত অতিথিবৃন্দ প্যারেড উপভোগ করছেন

সম্মানীত অতিথিবৃন্দ প্যারেড উপভোগ করছেন

প্যারেড উপভোগরত জেল সুপারবৃন্দ

প্যারেডে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ

মধ্যাহ্ন ভোজে সম্মানীত অতিথিবৃন্দ

কারা কর্মকর্তা সম্মেলন-২০০৬

বুধচকাওয়াজ শেষে কারা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে কারা কর্মকর্তা সম্মেলন '০৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে কারা মহা পরিদর্শক, অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক, কারা উপ মহা পরিদর্শক (সদর দপ্তর), চার বিভাগের কারা উপ মহা পরিদর্শকবৃন্দ, সকল কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার এবং সকল জেলা কারাগারের জেল সুপারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কারা মহা পরিদর্শক
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান এ এফ ডব্লিউ পি, পি এস সি

সম্মেলনে উপস্থিত কারা কর্মকর্তাবৃন্দ

সম্মেলনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

কারা মহাপরিদর্শকের বক্তব্য

"কারাগার একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। আদিতে মানুষকে শাস্তি প্রদান এবং তার বাক স্বাধীনতা হরণ করাই ছিল কারাগার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের এই ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন কারাগার শুধু শাস্তি প্রদানের প্রতিষ্ঠান নয় বরং অপরাধী সংশোধনাগার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কারাগারের এই সুদীর্ঘ কালের বিবর্তনের মধ্যে বন্দী ব্যবস্থাপনায় যেমন ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে ঠিক তেমনই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পুরাতন ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের ফলে বন্দী ব্যবস্থাপনায় একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এই প্রভাব কারা বন্দীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি। কারাগারে আবদ্ধ বন্দীদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা সেবা প্রদান, আদালতে হাজিরা নিশ্চিত করাসহ কারা মুক্তির পরে মর্যাদা সম্পন্ন কাজে ফিরিয়ে দেবার জন্য তাদের মধ্যে মোটিভেশনমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তারা বাকি মানুষের মতই সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকতে পারবে বলে আমি মনে করি। কারা বিভাগের গতিশীলতা আনয়ন, সুশৃংখল বাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় কারা বিভাগ তথা কারা বিভাগের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কারাগারের সর্বস্তরের কর্মচারী সততা এবং নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমার বিশ্বাস।"

অন্যান্য কারাগারে কারা সপ্তাহ পালন

কেন্দ্রীয়ভাবে কারা সপ্তাহ'০৬ উদ্‌যাপনের পাশাপাশি প্রতিটি কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে কারা সপ্তাহ পালিত হয় । অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রতিটি কারাগারে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কারা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করেন । এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী, রক্তদান কর্মসূচী এবং প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয় ।

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা সপ্তাহের প্রথম দিনে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান

বি-বাড়িয়া কারাগারে কারা সপ্তাহ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা সপ্তাহ উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন কুমিল্লা জেলার সিভিল সার্জন

রক্ত দান কর্মসূচী

কারা সপ্তাহ '০৬ এর ৫ম দিনে দেশের কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারগুলোতে প্রায় ৬০০ জন কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

বরগুনা জেলা কারাগারে কারা সপ্তাহ উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বরগুনার জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা সপ্তাহ উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বরিশাল জেলার জেলা প্রশাসক

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে কারারক্ষীদের রক্তদান করতে দেখা যাচ্ছে

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে ডেপুটি জেলার সোহেল রানা রক্তদান করছেন

● কারাগারে আটক শারীরিকভাবে সক্ষম বন্দীরা প্রতি চার মাস অন্তর স্বেচ্ছায় রক্ত দান করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, এ শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে বন্দীরা সুবিধামত সময়ে কারা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ব্লাড ব্যাংক, সন্ধানী অথবা রেডক্রিসেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রক্তদান করে থাকে। হয়তবা কোন বন্দীর স্বেচ্ছায় দেয়া এক ব্যাগ রক্ত আপনার বা আপনার আত্মীয়ের শরীরে বইছে। স্বেচ্ছায় রক্ত দানের মাধ্যমে কারাগারে আটক বন্দীরা সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করছে।

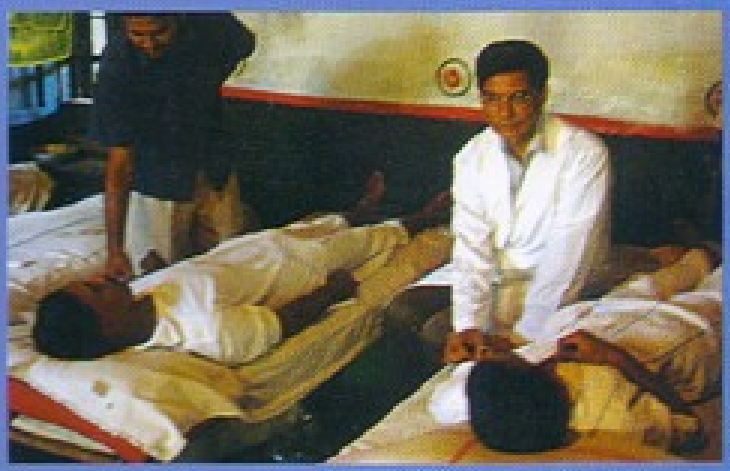

ডা: আহসান হাবিব বন্দীদের রক্তদানে সহযোগীতা করছেন

খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

কারা সপ্তাহের শেষ দিনে দেশের প্রতিটি কারাগারে সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত খেলাধূলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কারা সপ্তাহ '০৬ এর সমাপ্তি ঘটে। দেশের সকল কারাগারে প্রথম বারের মত এই আয়োজন প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, যা কারাগারের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

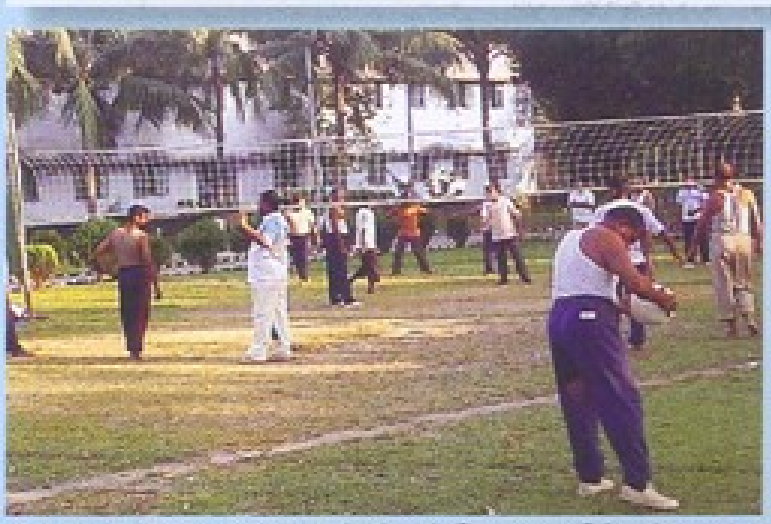

টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

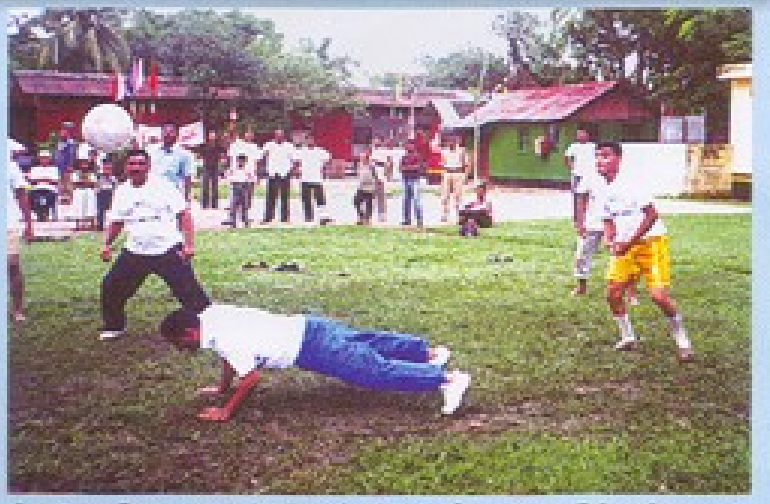

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে যেমন খুশি তেমন সাজো

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে অনুষ্ঠান উপভোগরত দর্শকবৃন্দ

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ '০৬

কারা বিভাগে গত ২০ হতে ২৬ জুলাই বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করা হয়। গত ২০ জুলাই কারা অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে কারা মহা পরিদর্শক একটি ফলজ গাছের চারা এবং অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক একটি বনজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময়ে কারা উপ মহা পরিদর্শক (সদর দপ্তর) জনাব সরদার আব্দুস সালাম, সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন) জনাব মোঃ আঃ মান্নান খাঁন, সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আজমল হোসেন, সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (অর্থ) জনাব মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এবং কারা অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৃক্ষরোপণ করছেন কারা মহাপরিদর্শক

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বৃক্ষরোপণ করছেন কারা উপ মহা পরিদর্শক মেজর হাফিজুর রহমান মোল্লা

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে বৃক্ষরোপণ করছেন জেলা প্রশাসক

গাজীপুরস্থ কাশিমপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-১ এ বৃক্ষরোপণ করছেন সিনিয়র জেল সুপার সি এম এ মতিন

'বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ-০৬' উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এ বছর কারা বিভাগে সর্বমোট ৪,৯৭০টি ফলজ গাছের চারা এবং ৭,৫৯৮টি বনজ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

মৌলভীবাজার কারাগারে বৃক্ষরোপণ করছেন জেল সুপার তৌহিদুল ইসলাম

বি-বাড়িয়া কারাগারে বৃক্ষরোপণ করছেন জেল সুপার জামিল চৌধুরী

ফেনী কারাগারে বৃক্ষরোপণ করছেন জেল সুপার রেজাউল করিম

সাহিত্য পাতা

সংশোধনাগার

ডি,এম দীনু
কারারক্ষী নং-১৫৪৫
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার।

লাল রংয়ের বেষ্টনী প্রাচীর লোহার কপাটে ভরা
নামটি তার সংশোধনাগার, আইন কানুন খুব কড়া।
১৮ ফুট উঁচু প্রাচীরের মাথায় আছে 'ডি' দেয়াল
কর্তব্য কাজে কারারক্ষীদের রাখতে হয় খুব খেয়াল।
বৃটিশ সরকারের শাসন আমলে হয়েছে কারাগারের সৃষ্টি
কারাগার রক্ষায় কর্মকর্তাদের রাখতে হয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কর্মচারী আছেন যারা
কারা বিধির এমনই আইন সর্ব কাজেই তাড়া।
সমাজে যারা উচ্ছৃঙ্খল, মানেনা আইন কানুন
কোমল হস্তে করতে শাসন আমাদের কাছে আনুন।
জন্ম থেকে করছি শাসন করেছি অনেকের ভালো
অপরাধ জগতে হাজারও মানুষকে দিয়েছি ফিরিয়ে আলো।
মুখ্য সমাজে কারাগার নামটি আতঙ্ক হয়ে আছে
আসলে কি এই কথাটা, ভাবা ঠিক সাজে?
অতীত ভেবে বর্তমান কে করোনা বিচার ভাই
কারা আইন হয়েছে সংস্কার, নির্যাতন আর নাই।
তবুও তোমরা কারাগারকে ভেবনা কেউ পাষাণ
সংশোধন হওয়ার জন্য, কারাগারই তোমার আস্তান।
থাকা খাওয়ার সু-ব্যবস্থা, কষ্ট নেই আর নাওয়ায়
আনন্দে ভরা রঙ্গিন মন তাদের নেইকো চাওয়া পাওয়ায়।
বিনোদনমূলক সব ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার কারাগারে
তাই তোমাদের ছালাম জানানো উচিৎ সরকারের দরবারে।

সাক্ষাৎ

মোঃ রেদওয়ানুর রহমান
কারারক্ষী নং-৪২১৯০
কেন্দ্রীয় কারাগার, যশোর

বন্দীদের দেখতে যদি তোমরা সবে চাও
যশোরের কারাগারে তোমরা চলে যাও।
টাকা ছাড়া হচ্ছে স্লিপ দেখা করছে যারা
বন্দীর সাথে হচ্ছে দেখা টাকা পয়সা ছাড়া।
দেখা করছে মা-পিতা দেখা করছে নানী
মিষ্টি হেসে কথা বলে চোখে নেই তার পানি।
ডাকছে মাতা, বলছে খোকা, ডাকছে বারে বারে
বলছে খোকা, কেমন আছিস যশোর কারাগারে?
হাসি মুখে বলছে খোকা, চিন্তা নাহি আর
সর্বক্ষণ দেখাশুনা করছেন সুপার স্যার।
এই না জেলে জেলার সাহেব আছে বলি যিনি
রুচি মত খাদ্য খাবার দিচ্ছেন মোদের তিনি।
আইন মত বন্দীর খাবার ঢুকছে কারাগারে
সর্বক্ষণে হচ্ছে চেক কারাগারের দ্বারে।
আরও বলছি শোন মাতা, গেটে আছে সি সি ক্যামেরা
অবৈধ কিছু আনলে সাথে গেটে এবার যাচ্ছে ধরা।
রক্ষীরা আজ নিয়েছে শপথ, ঢুকছে না আর কোন মাদক
আছেন যত কর্মকর্তা সর্বক্ষণ তদারকী করছেন তারা।

রম্য রস

১। ভদ্রলোক ঃ মহাজন এক খিলি পান দেন।
দোকানদার ঃ আপনি কি জর্দা খান?
ভদ্রলোক ঃ আরে না ব্যাটা আমি ইমরান খান।

২। জজ সাহেব ঃ (মহিলা আসামীকে বললেন) তুমি তোমার স্বামীকে চেয়ার ছুঁড়ে মারলে কেন?
মহিলা ঃ কি করব হুজুর টেবিলটা এত ভারী ছিল যে, কিছুতেই তুলতে পারলাম না।

সংগ্রহে
মোঃ বাদল মিয়া
কারারক্ষী নং-২১৬১১
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

ফেব্রুয়ারীর মিনার

শিখা
কয়েদী নং-৫৩১৮/এ
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

ফুলে ফুলে ভরে থাকে
ফেব্রুয়ারীর মিনার,
ফুলের সাজে রাঙ্গিয়ে দেয়
মোদের শহীদ মিনার।
একুশ আমার গৌরব গাথা
ফেব্রুয়ারী মাস,
একুশ আমার বাংলা মায়ের
অমর ইতিহাস।
মাতৃভাষার জন্য যাঁরা
দিয়ে গেলেন প্রাণ,
তাদের কথা ভুলব না মোরা
ভুলব না চিরকাল।
আমার ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে
বাংলা ভাষার গান,
মাতৃভাষায় গর্বিত মোরা
শহীদদের রক্তের দান।

স্মরণে বরনে একুশ

আবু ইউসুফ ফরহাদ
হাজতী নং-২৭১১৪/০৩
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

কুয়াশা সিক্ত পথের পাশে বাঙালী
দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি
প্রতি বছরের মতো এবারও এলো
অমর একুশে ফেব্রুয়ারী।
লাখো মানুষের মধ্য থেকে দিলো জীবন
রফিক, জব্বার, বরকত ও সালাম
তাদের রক্তের বিনিময়ে আমার এই
বাংলা ভাষা পেলাম।
আজকের দিনে লাখ বাঙালী শ্রদ্ধা জানাই
গিয়ে শহীদ মিনার
রফিক জব্বার বরকত ও সালামের জীবন ছাড়া
ছিল না কোন কিনার।
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমরা
ওগো মহান বাঙালী তোমায়
তোমাদের স্মৃতি ধরে যেন রাখতে পারি
বিধাতা, ক্ষমতা দেন যেন আমায়।
মাতৃভাষা দিয়ে হলো আজকের এই
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমরা কি তোমায় ভুলিতে পারি।

সংস্কারের মালা

মাসুম বিশ্বাস
কয়েদী নং-৭৪৭৯/এ
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার

কুঁড়িহীন শাখা মোর পরাগের প্রত্যাশায়
স্বপনের বন ছাওয়া বেদনার কুয়াশায়!
আমি এক কিংবদন্তী অন্ধকারের পথে
সমগ্র বিশ্বভূমি সাম্যের রথে।
বৈষম্য আমারে তাড়া করে ফেরে
ভাসিয়ে নেয় দূর বিদগ্ধ পুরে।
রক্তাক্ত প্রতিচ্ছায়ায় আমাকে বদ্ধ ভাবে
আমি তারে রাঙাতে চাই বৈভবে।
পারিনা: আমার চারপাশে প্রাচীর
আমার সবটুকু জমিন বৃষ্টিহীন চৌচির!
চারপাশে মোর আগমন ক্ষুধাতুর আত্মা
রক্তে যাদের আজন্ম লালিত বৈপ্লবিক সত্তা।
পোড় খাওয়া জীবনের বাসন আমার তুলিতে
ভেসে চলি আমি স্বাধীনতা স্রোতে।
শূণ্যতার বিবরে আমার আমিত্ব আবর্তিত
ক্যানভাসে দীপ্ততা মোর প্রভাহীন স্তিমিত।
সূর্য বলয়ে মোর অন্ধকারে একাগ্রতা
তবুও ধরিতে চাই সকল অস্পৃশ্যতা।
জ্যোতির্ময় সত্যতা আমাকে হাত ছানি দেয়
পৌঁছে দিতে নক্ষত্র খচিত ধ্রুবলোকের সীমানায়।
গ্রহে গ্রহে লোকে লোকে আজি মৃত্যুর বিভীষিকা
পরার্থের বৃন্তে দোলায়মান স্বার্থের বিশাখা।
সব যেন ছারখার স্বৈরের হোমানলে
সংস্কার শ্বাসরুদ্ধ কুসংস্কারের বেড়াজালে।
তবুও বাঁচতে হবে বাঁচার আশায়
বাংলাকে সাজাতে হবে শুভ্র স্বাধীনতায়।
আর নহে আঁধারের মাঝে অবরুদ্ধতা
আলোকের ঢেউ আজি হোক খরস্রোত।
সকলের ব্রত হোক এগিয়ে চলার
সাম্যের সুতায় সংস্কারের মালা গাঁথার।

প্রচেষ্টা

কাজী নাসরুর রহমান (সোহেল)
কয়েদী নং-৯২০৩/এ
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার

নেই কোনই কারণ
তবু আজ করছি বারণ
যেন তুমি না হও কভু
অন্যের দুঃখের কারণ।
কোন একদিন হবে নিশ্চিত
প্রত্যেকের মরণ
সর্ব সময়ে এ কথা রেখ তুমি স্মরণ।
ধরনীর বুকে যা কিছু করবে উত্তম কাজ
পাবেনা কভু তুমি তার কারণে লাজ,
হবে না কভু তা জগতের বুকে মলিন।
তোমার কারণে যদি হয় একটি ক্ষুদ্র জীবনের মরণ
জেনে রেখ শুধু মাত্র উহার কারণে,
পাবেনা ক্ষমা তুমি আমরণ।
করিও সর্বদা প্রভুরে স্মরণ
যদি কভু হও হীনমন্য, অনুক্ষণ রেখ স্মরণ।
সবকিছু ধরনীর মাঝে নশ্বর
শুধুই এক ইশ্বর
অবিনশ্বর।

একাংশ

রীতেশ চাকমা
ডেপুটি জেলার
ফরিদপুর জেলা কারাগার

শুরুটাই এমন না যায় সাজানো
চক্রাকারে না হয় বাঁধানো।
সৌন্দর্যপিয়াসু মন যেমন কেবলই খুঁজে বেড়ায়
আত্মার সহিত নিবৃত্ত চিত্তে তাল মিলায়,
আকাশে ধ্বনিতে কোন সে আওয়াজ
কর্ণকুহরে মোর রইল অসম্পৃক্ত,
মিথ্যার প্রকোপে থাকেনা বাঁচার লড়াই
নিমেষেই রক্ত হয়না শ্রাদ্ধের সানাই।।
চোখের ভাষা, মনের আশা একান্তরে গাঁথা
নিশি রাত্রে, পাখির ডাকে খুঁজি অব্যক্ত ব্যথা,
তীব্র তাপে প্রখর রোদে চিকচিকে বালু কণা
গুপ্তধনের মতই তার মূল্য রয় অজানা,
প্রেমিকার অশ্রু ঝরে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ
আনন্দের সীমানা পেরিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রয়াস।।
রিক্ত মুখে ম্রিয়মান চক্ষু তাকায় দূর গগনে
নিশ্চিহ্ন ছায়ায় লালসায় ছুটছে পিছনে।
জীবনের কালবেলায় এসে দাঁড়িয়ে
হয়ত সারাংশ হবে ঠিকানাটাই হারিয়ে।

সংশোধনাগার

সৈয়দ মোস্তাফিজুর রহমান
জেলার
কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার

সারাটা জীবন শুধু চোখ রাঙ্গালেন বড় সাহেব!
দোষ তো একটাই, মহাজনের কর্ম মেড়া বুকে
বেয়াড়া চোখ আমার, অযথা তীর হয়ে ঢোকে!
তাই সনাতন খোয়াড়ে থেকেই, দেখছি দোকানদারী
"তুমি কে হে নিধিরাম, নিতে চাও তরবারী?"
আজ্ঞে, আমিও গরাদবাসী, চৌদ্দ শিকের নায়েব!!

বড় সাহেব, এই গরাদেরই কতো বাল্মীকি মহা-জন,
রামায়ন ফেলে রত্নাকর এর মাথায় রাখেন হাত;
সান্ত্রী-সেপাই, সভাসদ শেখে নব্যসে ধরাপাত!
পাঁচ আনীর ট্যাপা, পা টিপেই আজ মহাজন ট্যাপা ভাই,
বাড়ছে গারদ ট্যাপার মিছিলে, সকলেরই পাওয়া চাই!
কেন এই চাওয়া, নায়েব জানেনা, কেন এই মহা-রণ!!
পেয়াদা-পাইক সকলেই আজ স্বঘোষিত কোতোয়াল
নিধিরাম নায়েবেরই নেই কোন চাল!
সে এখন গণনায় ভুল করে নিমানঃ
হিসেবের খাতাটাতে মাথা রেখে, রাতভর স্বপ্নযান
নিয়ে যায় তাকে সংশোধনের দেশে,
নিজস্ব হিসেব শোধনের ক্লেশে
ক্লান্ত সে, ভুকরে বলে "সংশোধনাগার?"
নিজেই জানে না, কেন এই অস্ফুট ওংকার!!

সংখ্যাতত্ত্ব

মোঃ বাদল মিয়া
কারারক্ষী নং- ২১৬১১
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

০০	=	অপদার্থ
১	=	খাঁটি/আসল
২	=	ভেজাল বা নকল
৭	=	সৌভাগ্য
১৩	=	দুর্ভাগ্য
৭, ১৭	=	আজে বাজে চিন্তা
৯, ৬	=	এলোমেলো
১০০	=	চৌকস
৪২০	=	ঠক/বাটপার
৭৮৬	=	স্বাগতম

সংগৃহীত

অনুভব

মোঃ আব্দুল মান্নান খান
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন)
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুভব করেছো কি কখনো
কারো হৃদয়ের মৃদু উত্তাপ
যে তাপে গলে না মোম, শুকোয়না বুকের বসন
অথচ তপ্ত হয় কভু কোন মনের মত মন
হৃদয়ের রক্তে হৃদয় রাঙিয়ে যায়
কখনো আঁধার আলো খুঁজে পায়
পেয়ে হারানোর ব্যথায়
কিংবা নেবার অপারগতায়
দেখেছো কি কারো কোন অনুতাপ?
বসিয়েছো কি সে আসনে
যে আসন পাতা কোমল হৃদয়ে
সেজেছো কি রাণী হয়েছো কি ধন্য
মন আসনে তব ঠাঁই পেয়ে
স্রষ্টার ইচ্ছে-সৃষ্টি তাই অন্তরে অন্তরে
শুধু অনুভবে লালন তার হৃদয়ের গভীরে।

কৌতুক

১.

ঃ জানো না, ভূগোলের দিদি না এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ।
ঃ ছি রিন্টু, ও কথা বলতে নেই।
ঃ বলবো না! আমাদের বলে বই না দেখে পড়া বলতে আর নিজে বই দেখে দেখে পড়বে।

২.

পিন্টুর বাবা তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। পাশে বসে পিন্টু খাতায় ছবি আঁকছিল। তাই দেখে পিন্টুর বাবা তাঁর বন্ধুকে বললেন, আমাদের পিন্টু দারুণ ছবি আঁকতে পারে। ওর এই বয়সের আঁকা দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তারপর বাবা পিন্টুকে ডেকে বললেন– পিন্টু, একটা খুব ভাল ছবি এঁকে তোমার কাকুকে দেখাও তো।
পিন্টু সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবি এঁকে ফেলল।
বাবা ঃ দেখেছো, কি সুন্দর একটা বাঁদরের ছবি এঁকেছে।
পিন্টু ঃ না বাবা, এটা তোমার ছবি।

–সংগ্রহে
মোঃ লুৎফুর রহমান
কারারক্ষী নং-

কৌতুক

১.

তিন পাগল নদীর পাড়ে বসে বসে পাগলামী করছে আর বলছে–
প্রথম পাগল ঃ আচ্ছা, বলত যদি পানিতে আগুন লাগে তবে মাছ কি করত?
দ্বিতীয় পাগল ঃ কি করত আবার, উড়াল দিয়ে গাছে উঠত।
তৃতীয় পাগল ঃ পাগল কয় কি, মাছের কি পাখনা আছে যে, গরুর মত উড়াল দিবে।

২.

চাপাবাজদের মধ্যে খুব মধুর স্বরে গল্প চলছে। হঠাৎ ঝগড়া লাগাতে–
প্রথম চাপাবাজ বললো ঃ এক চড়ে গালের চৌষট্টি টা দাঁত ফেলে দিব।
দ্বিতীয় চাপাবাজ ঃ একটা মানুষের তো ৩২টি দাঁত থাকে।
প্রথম চাপাবাজ ঃ আমি জানতাম তুই নাক গলাবি। তাই তোরটা সহ ৬৪টা বললাম। হাঃ হাঃ হাঃ

–সংগ্রহে
সুবর্না সুলতানা
প্রশিক্ষণরত মহিলা কারারক্ষী

বাড়াও দুহাত

সুবর্না সুলতানা
প্রশিক্ষণরত মহিলা কারারক্ষী

জাগ বাংলার যত নারী আছ
বাড়াও দুখানি হাত
আজকে জেগেছে বিশ্বের নারী
কেটেছে আঁধার রাত।

কদমে কদমে মিলাইতে সকলে
পুরুষের সাথে ভিড়ে একমনে
সমানে সমানে কাজ করে যায়
মিছে কেন আঘাত
বাড়াও দু'খানি হাত।

আমরা রয়েছি সৃষ্টি মূলে
কিসের লজ্জা ভয়
নিজের সম্মান বাড়াব নিজেই
সেই প্রকৃত জয়।

নারী, চেয়ে আছে মুক্তির পথে
যেতে অধিকার সমতার দিকে
মিলে মিশে সবে কাজ করে যায়
মিছে কেন সংঘাত
বাড়াও দুখানি হাত।

এখন

মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা
জেলার (চঃ দাঃ)
পাবনা জেলা কারাগার।

"পৃথিবীর ভিতরে পৃথিবী
চারি দেয়ালে ঘেরা
এর নাম কারাগার।
বাহিরে পৌঁছেনা তার সমাচার,
কিছুতেই সময় কাটে না এখানে
জীবনের ভার বহিতে হয় নীরবে।
কেবলই মুক্তির জন্য অপেক্ষা করা
প্রতীক্ষায় দিন গোনা,
কৃত অপরাধের গ্লানি টানতে হয় এখানে
অপার বেদনা নিয়া।
জীবন ঢেকে যায় ধূসরতায়
অন্ধকার বিদীর্ণ করে চারি ধার,
জীবনের দুঃসহ ভার বহিতে পারে না সে আর
তবুও ভার বহিতে হয়।"

শৈশব কৈশোরে কারাগার সম্পর্কে এমনই ধারণা ছিল আমার। আমার মত অনেকেই হয়তোবা এমন ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু আজকের সেই প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বৃটিশ আমলে যে কারা ব্যবস্থাপনার গোড়াপত্তন হয়েছিল তার বিভিন্ন গতি প্রকৃতি এবং সময়ের বাঁক অতিক্রম করে আজ বর্তমান আধুনিক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। অপরাধ সম্পর্কে অপরাধ বোদ্ধাদের ধ্যান-ধারণারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। তাই অপরাধীকে সাজা প্রদানের লক্ষ্যে কারাগারে আটক রাখা এবং সমাজ, পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক রাখার সেকেলে ধারণাটির অনেক পরিবর্তন হতে চলেছে। আজ কারাগারকে বিবেচনা করা হচ্ছে সংশোধনাগার হিসেবে। বন্দীদের জিম্মায় রাখার দায়িত্ব থাকে কারা কর্তৃপক্ষের উপর। তাই এই দায়িত্বের অংশ হিসাবে বন্দীদের নিরাপত্তা, তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, জান মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব বর্তায় কারা কর্তৃপক্ষের উপর। স্বাধীনতার পূর্ব এবং পরবর্তীকালে কারা প্রশাসনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে কিছুটা পার্থক্য চোখে পড়ে। বর্তমানে কারাগার সম্পর্কে সরকারের ইতিবাচক ধারণার প্রেক্ষিতে প্রশাসনের গতি প্রবাহে এসেছে নতুন মাত্রা। সুনাম দুর্নামের দোলায় দোল খেতে খেতে কারা প্রশাসন বর্তমানে এমন একটি অবস্থানে পৌঁছেছে যা সুশীল সমাজের দৃষ্টি কেড়েছে। এটা সরকারের বড় ধরনের সাফল্য। ফলে জবাবদিহিতা এবং পেশাদারিত্বের ক্ষেত্র হয়েছে প্রসারিত।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বহু পুরাতন জীর্ণ কারাগারকে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে, বাড়ানো হয়েছে আবাসন সুবিধা। সৃষ্টি হয়েছে কিছু নতুন পদের। মেধাবীরা ছুটে আসছে এ পেশায়। ধাপে ধাপে তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে কারাগারে। বন্দীর মাথার উপরে বৈদ্যুতিক ছাদ পাখা ঘুরছে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চলছে টেলিভিশন। আগের তুলনায় কারাগারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, খাবারের মান উন্নয়ন এবং প্রাপ্যতা অনুযায়ী বন্দীদের খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। দেখা সাক্ষাত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বিদ্যমান দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর হয়েছে। বিনা বিচারে যাতে কেউ কারাগারে আটক না থাকে সেদিকেও নজর দেয়া হচ্ছে এবং জেল আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পূর্বের চেয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বন্দীকে আদালতে পুলিশের মাধ্যমে হাজিরার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জেল থেকে সরাসরি বন্দীর বক্তব্য কোর্টে গ্রহণের চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে তা কারা প্রশাসনের অগ্রগতির এক মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কারা ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের কারা ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ের চেষ্টাও চলছে। কারাগারে আটক বন্দীদের অপরাধী হিসাবে নয় বরং মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের কাজ এগিয়ে চলেছে। এজন্য আমাদের স্লোগান –

পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়।
কারাগার যেন সংশোধনাগার হয়।।

মতি মিয়ার স্বপ্নচারণ

দেবদুলাল কর্মকার
ডেপুটি জেলার
সুনামগঞ্জ জেলা কারাগার

অশীতিপর মতি মিয়ার জীবনে হঠাৎ ছন্দ পতন। জীবন সায়াহ্নে তাকে আজ অপরাধীদের সঙ্গে কারাগারে আসতে হল। কারাগারে আসার কারণ তার অজানা। কারাগারে মতি মিয়ার আশেপাশে দাঁড়ানো অনেকেরই মাথা হেঁট হলেও মতি মিয়া ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে বিড়বিড় করছে। স্কুল মাষ্টার মতি মিয়া জীবনে কখনো অন্যায় করেননি, অন্যায়কে প্রশ্রয়ও দেননি। পাঁচ গ্রামের মানুষ তাকে সমাদর করে, তালেব মাষ্টার বলেন। শিক্ষকতাই তার গর্ব। পর্বত প্রমাণ দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে যাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তারা অনেকেই আজ জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন, ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু স্কুল মাষ্টার মতি মিয়ার দুর্ভাগ্য আজও তাকে পরিহাস করছে। মনে মনে ভাবছেন জীবনে কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি। স্বল্প বেতনে স্কুল মাষ্টারী করে সাদাসিধে জীবন যাপন করেও গর্ববোধ করতেন। অথচ আজ তার ঠাঁই হল কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে, সমাজের ঘৃণিত অপরাধীদের সাথে।

মতি মিয়া লক্ষ্য করলেন, তার সাথে আসা সকলকেই এক এক করে পরিচয় বলতে হচ্ছে। পরক্ষণেই লম্বা গোঁফওয়ালা খাকী পোশাক পরিহিত কালো কুঁচকুঁচে এক লোক মুখ গম্ভীর করে প্রত্যেকের শরীরে তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছেন। কী খুঁজছেন মতি মিয়া তা জানেন না। জানার কৌতুহল হলেও কাউকে জিজ্ঞাসাও করছেন না। নিজের কাছে নিজেই প্রশ্ন করছেন আর ভাবছেন, অপরাধীর কাছে কি আছে? কি পাওয়া যেতে পারে? তবে কি লোকটি তন্ন তন্ন করে "অপরাধ" খুঁজছে? মতি মিয়া আপন মনে মুচকি হাসলেন। স্কুলের ক্লাশে পাঠদানের মত আপন মনে বলছেন, ওরে নির্বোধ, অপরাধ কি মানুষের শরীরে থাকে? অপরাধ থাকে মনে, চিন্তায় ও বুদ্ধিতে।

সকলকে এক এক করে সারিবদ্ধভাবে একটি বড় হলরুমে নিয়ে প্রবেশ করিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হল।

মতি মিয়া আজ সাত দিন কারাগারে বন্দী। তার কাছে এ এক নতুন জীবন। এখনও অনেক রহস্যময়, তবে এক নতুন অভিজ্ঞতা। কিছুটা ভাল লাগল বটে, যা বাহিরের মানুষের কাছে অজানা ও অচেনা। এ কদিনে মতি মিয়ার অনেক জানা হল। শুনা হল অনেকের জীবনে কারাগারে আসার পূর্বের মর্ম বেদনাময় কাহিনী। জানা হল কারাগারে আটকে পড়া মানুষের সকাল সন্ধ্যার জীবন চর্চা। মতি মিয়ার হৃদয় আর্দ্র হল।

কারাগারে আগমন কালে তার মনে অনেক জন্মানো ঘৃণা একটু একটু করে কমে গেছে। বুঝতে পারলেন এখানে যারা আছেন তারা আমাদেরই দেশের, আমাদের সমাজেরই মানুষ। কারো না কারো পিতা, কারো পুত্র, ভাই ইত্যাদি। মনে বৈকল্যতায়, অজ্ঞানতাবশে, অশিক্ষা কুশিক্ষার কারণে হয়তবা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। বৃদ্ধ মতি মিয়া কারাগারের এক কোণে বসে দু-হাঁটুতে মাথা গুঁজে ভাবছেন, শুধুই ভাবছেন। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছেন এদের এই নির্বিসহ জীবনের জন্য দায়ী কে? সাত পাঁচ ভাবছেন কিন্তু উত্তর মিলছে না। স্কুল মাস্টার মতি মিয়া জীবনে অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দিয়েছেন, সমাজের অজ্ঞানতাকে দূর করেছেন জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে। তবুও কোথায় যেন কী এক ফাঁক রয়ে গেল। তা নাহলে কেনইবা কারাগারে বন্দী সমাজে এতগুলো লোক বিকৃত আচরণশীল হবে? কেন মানুষ অপরাধী হবে? অপরাধের কারণই বা কি? ভাবতে ভাবতে তার ঝিমুনি এসে গেল। হঠাৎ ঢং ঢং ঘন্টা তার কানে পৌঁছাল। মধ্যাহ্ন প্যারেডে, দুপুরের খাবার নেয়ার সর্তক ধ্বনি। ঘন্টার ধ্বনি শুনে তার স্কুলের কথা মনে পড়ে গেল। ঘন্টা পড়লেই ক্লাশ শুরু, ঘন্টা পড়লেই ছুটি। স্কুলের মত এখানেও নিয়মের ছড়াছড়ি। সকাল থেকে সন্ধ্যা, এমনকি রাতেও। নিয়ম ভঙ্গ করলেই হবে অপরাধী, পেতে হবে শাস্তি।

মতি মিয়ার শরীর আজ ভাল নেই। জ্বর জ্বর ভাব, সামান্য কাশিও রয়েছে। ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। ঔষধ খাওয়ানো হল। বয়স হয়েছে বুড়ো শরীর, কখন যে কি হয়। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন এই কারাগারে আটক অপরাধী মানুষগুলোর কুশিক্ষাকে যদি দূর করা যেতো, তাহলে আমাদের সমাজ আরও ভাল হত। তিনি যদি কারাগারে মানুষ গড়ার একটি যন্ত্র তৈরি করতে পারতেন তাহলে কেমন হত!

কারাগারের নিয়মগুলো তার ভাল লেগেছে। প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠা, গোসল করা, যথা সময়ে খাওয়া ইত্যাদি। এ রকম নিয়মানুবর্তিতা সহসা দেখা যায় না। সবচেয়ে ভাল লেগেছে আত্মবিকাশের জন্য সারী কোন প্রকার দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ, পরচর্চা, পরনিন্দা এমনকি অন্যের প্রতি বাক্যবাণও কারাগারে নিষিদ্ধ। অথচ এগুলোই আজ আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি। তবে কারাগারের অধিকাংশ মানুষ শুধু খায় দায় ঘুমোয়, উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করে না। ভাবতে ভাবতে মতি মিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

আজ যেন হঠাৎ করেই মতি মিয়ার বয়স কমে ত্রিশ হয়ে গেল। তিনি সাহিত্ব নিয়েছেন কারাগারের মানুষগুলোকে সত্যিকারের মানুষরূপে গড়ে তোলার। তিনি কি সত্যি সফল হবেন? স্কুল মাষ্টার মতি মিয়ার স্কুলে কেহই নিয়ম মানতে চায়নি। সর্বত্রই চলছে অনিয়মের পৌঁড়। নিয়ম ভঙ্গকারীকেই সবাই ভয় করে, সালাম দেয়। কিন্তু কারাগারে রয়েছে নিয়মের শৃঙ্খল। এখানে নিয়ম ভাঙ্গার কোন ফুরসৎ নেই। নিয়ম মেনে না চললেই বিপদ। পেতে হবে শাস্তি। এ শাস্তির ভয়েই সকলে ভীত থাকে। তবে তিনি শুনেছেন সময়ের বিবর্তনে শাস্তির ধরনও শিথীল হয়েছে। তথাপি ঐ শাস্তি নিয়ে কারাবন্দীদের শাসন করা হয়ে থাকে। শাস্তির শাসনে মতি মিয়ার বিশ্বাস নেই।

এক মনীষী তাকে বলেছিলেন,

"শাসন যেথায় শান্তি আনে,
শান্তি হার হয়ই তারা,
শান্তি কিন্তু শাসন নয়কো,
জেনেই সেটা অসৎ ধারা।"

আজ শাসন করতে গিয়ে শাসনের উদ্দেশ্য ভুলুণ্ঠিত হয়। সংশোধনের জন্য কাউকে কিছু বলতে গিয়ে করা হয় তিরস্কার। ফলে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে না। শিক্ষা হৃদয় গ্রাহী হয়ে উঠে না। চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। অপরাধে জড়িয়ে যারা কারাগারে আসছেন তাদের বিনাশী চিন্তার বিনাশ সাধন করতে পারলে তারা অপরাধমুখী হত না। মনের সুপ্ত সদিচ্ছাকে শিষ্ট ব্যবহারে জাগিয়ে এবং অনিষ্ট আচরণ সুষ্ঠু বিনায়নে সৌষ্ঠব মন্ডিত করে তুলতে পারলে কারাগারের প্রয়োজন হতনা। সমাজের রূপ অন্য রকম হত, এর জন্য দরকার শাস্তির শাসন নয়, পারস্পরিক ভালবাসার সাহচর্য।

ঢং ঢং শব্দে ঘন্টা বাজল, স্কুলের মত। মতি মিয়া দেখছেন ওয়ার্ড থেকে বন্দীরা সারিবদ্ধভাবে প্রাণোচ্ছল পরিবেশে "শুভপ্রসূ গবেষণাগার"-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। যেখানে অপরাধীদের মস্তিষ্কের চিন্তাকে সংশোধন করে অবচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ, ক্রোধ, ক্ষোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, কুচিন্তা, দুশ্চিন্তা বিনাশ করে মানুষকে কর্মমুখী মানুষরূপে গড়ে তোলা হয়। এখানেও মতি মিয়াকে সবাই তালেব মাষ্টার ডাকে। হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন ডাকছে, তালেব মাষ্টার ..... তালেব মাষ্টার .....। ধরফর করে জেগে উঠলেন। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নিজেই জানেন না।

কার্টুন

কার্টুন পরিকল্পনা : মোঃ আজিজুল হক
কারা উপ-মহাপরিদর্শক (চঃদাঃ)
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ

কারা বিভাগে পোশাকের বিবর্তন

এই উপমহাদেশে সুদূর অতীতে ১৭৮৮ সালে পাগড়ী মাথায় খাকী রংয়ের হাফ শার্ট এবং হাফ প্যান্ট পরে, কোমরে চামড়ার বেল্ট জড়িয়ে, পায়ে পট্টি পেঁচিয়ে, বল্লম হাতে কারারক্ষীদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে কারা বিভাগের যাত্রা শুরু। বিবর্তনের ধারায় পাগড়ীর পরিবর্তে হ্যাট, পায়ে পট্টির বদলে মোজা, বল্লমের পরিবর্তে মাস্কেট্রি সংযোজনের মাধ্যমে কারা বিভাগ এগিয়ে চলে। পরবর্তীতে কালো ক্যাপ, ফুল হাতা খাকী শার্ট, ফুল প্যান্ট, ওয়েব বেল্ট এবং বুট পরে .৩০৩ রাইফেল হাতে ৩৬ বছর পার করেছে কারা বিভাগ। এ দেশের প্রতিটি বাহিনীতে যখন পোশাকের রং পরিবর্তনের জোয়ার শুরু হল, তখন কারা বিভাগের পোশাকের রং পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে উঠল সময়ের দাবী। বর্তমান কারা প্রশাসন সময়ের এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে এবং মাত্র তিন মাসে প্রায় দুইশত বছরের ভারে ন্যুব্জ খাকী রংয়ের পরিবর্তে ডীপ-গ্রীন রংয়ের একটি চমৎকার পোশাকের সংযোজন এবং মহিলা কারারক্ষীদের পুরুষ কারারক্ষীদের ন্যায় একই রংয়ের পোশাক পরিধানের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কারা বিভাগে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

কারা বিভাগে বিভিন্ন সময়ে পোশাকের পরিবর্তন

নতুন পোশাক পরিহিত কারারক্ষী

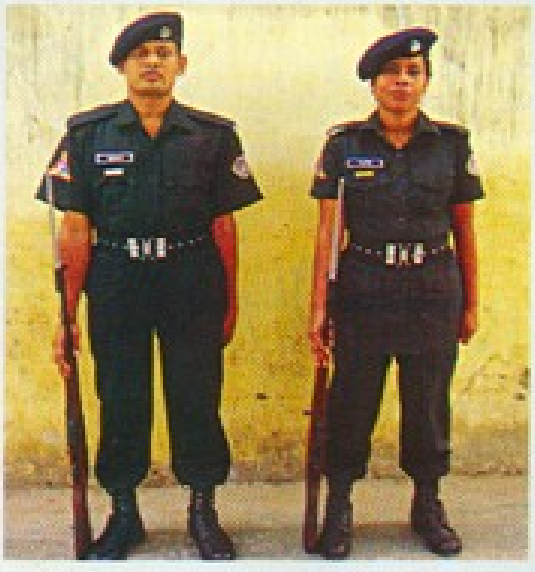

কারারক্ষী (পুরুষ/মহিলা) ভর্তি

কারারক্ষী ভর্তির প্রাথমিক বাছাই

অন্যান্য নিয়মিত বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারারক্ষী নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা SSC পাশ, বয়স ১৮ থেকে ২১ এবং উচ্চতা ১.৬৭ মিটার নির্ধারণ করা হয়, যা কারা বিভাগের উন্নয়নের ধারায় সংযোজিত এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আধুনিক কারা ব্যবস্থাপনায় বন্দী পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষিত এবং দৈহিকভাবে সামর্থবান ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল যার প্রেক্ষিতে কারারক্ষী (পুরুষ/মহিলা) নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা উন্নয়নের মাধ্যমে কারা বিভাগ আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

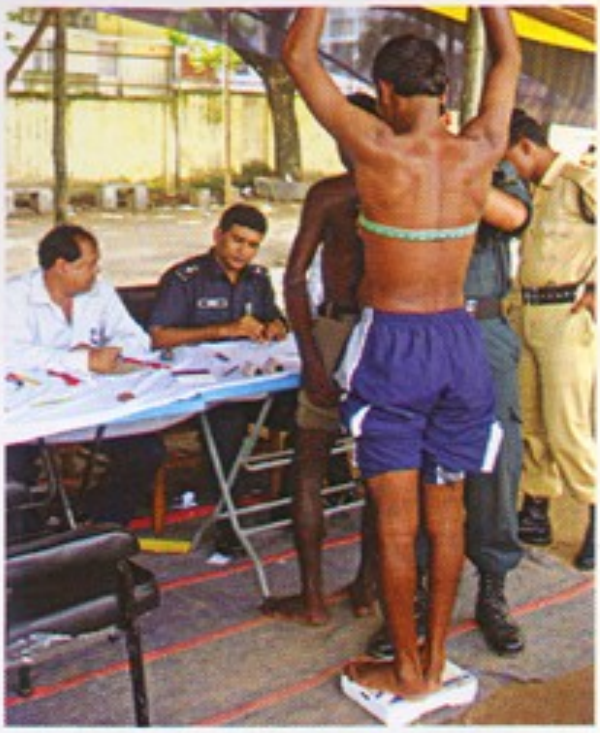

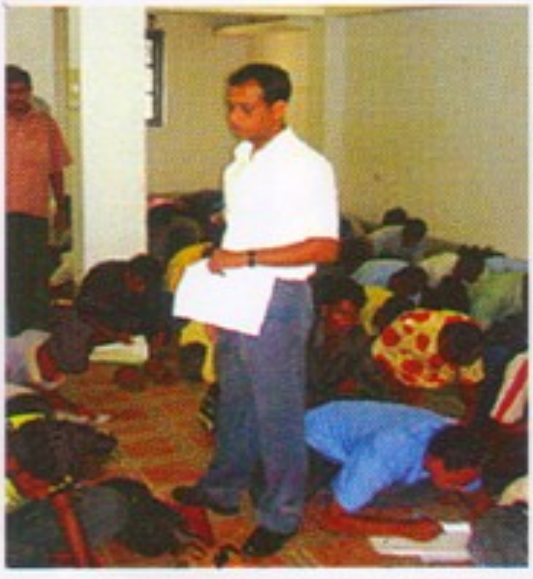

কারারক্ষী নিয়োগের বিভিন্ন পর্যায়ে কারা কর্মকর্তাদের তৎপরতা

নবীন কারারক্ষী (পুরুষ/মহিলা) প্রশিক্ষণ

নব নিয়োগপ্রাপ্ত কারারক্ষীদের আধুনিক এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে তারা শারীরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ, রায়ট কন্ট্রোল ড্রিল, কারা বিধি, বন্দী প্রশাসন এবং বন্দী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। বর্তমানে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং গাজীপুরস্থ কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ইউনিট-১ এর তত্ত্বাবধানে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদানের মাধ্যমে কর্মে আত্মনিয়োগ করবে।

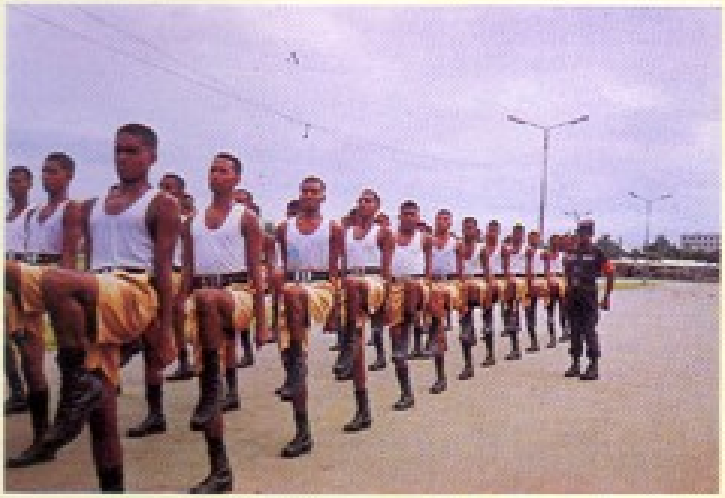

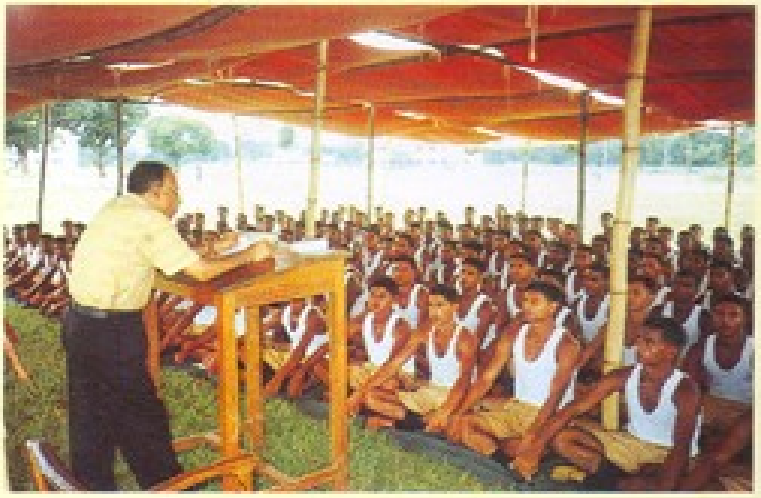

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ইউনিট-১ এবং রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নবীন কারারক্ষীদের প্রশিক্ষণ

কারা বিভাগে মহিলা কারারক্ষীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু গুরুত্ব বিবেচনায় তাদের কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না। বর্তমান কারা মহা পরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান মহিলা কারারক্ষীদের কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় পুরুষ কারারক্ষীদের ন্যায় একই রংয়ের ইউনিফর্ম পরিধানের পাশাপাশি, তিন মাসব্যাপী শারীরিক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শত

বছরের পুরাতন ধ্যান ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন। বর্তমানে শারীরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং কারা পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে একজন নারী যোগ্য মহিলা কারারক্ষী হিসাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হবে এবং পুরুষ কারারক্ষীদের পাশাপাশি নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তাদের উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হবে।

বিশেষ প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে কোন বাহিনী তার উৎকর্ষতা সাধনে সক্ষম। এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কারা বিভাগের জন্য একটি বাৎসরিক ট্রেনিং প্ল্যান করা হয়েছে। এই প্ল্যান মোতাবেক কারা বিভাগে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ভাবে পরিচালিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স-১, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কোর্স ১ ও ২, প্রশাসনিক কোর্স-১, মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সমাপ্ত হয়েছে।

নিরাপত্তা সদস্যদের শপথ গ্রহণ

প্রশাসনিক কোর্স-১ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

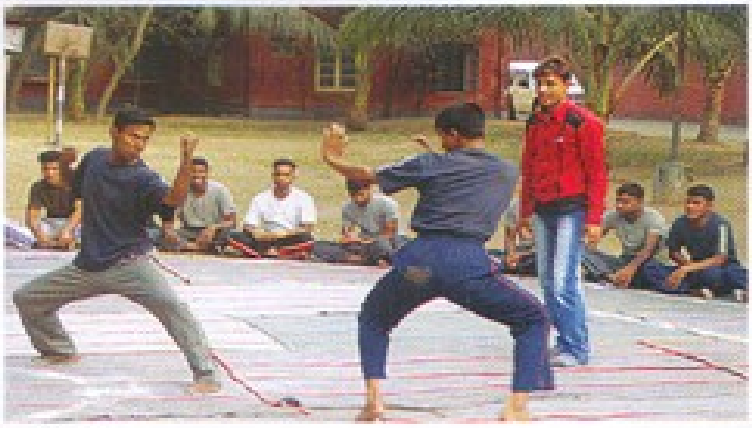

কারারক্ষীদের মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতিটি কারাগারে নিয়মিতভাবে এলার্ম ড্রিল অনুশীলন এবং প্যাকেজ ট্রেনিং (শরীর চর্চা, ড্রিল ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে কারারক্ষীদের শারীরিক সামর্থ এবং মনোবল বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অনাকাঙ্খিত যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রাখবে।

খুলনা কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দী উদ্ধার অনুশীলন

মেহেরপুর কারাগারে এলার্ম ড্রীল অনুশীলন

সমাপনী কুচকাওয়াজ

তিন মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে নব নিযুক্ত কারারক্ষীরা সমাপনী কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। সমাপনী দিনে তারা পবিত্র কোরআন শরীফ ছুঁয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সততার সাথে পালনের শপথ গ্রহণ করে।

গত ১৬ নভেম্বর '০৬ রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯৪ জন, ১৪ নভেম্বর '০৬ কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯১ জন এবং ১৯ ডিসেম্বর '০৬ তারিখে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৫৪ জন নব নিয়োগ প্রাপ্ত কারারক্ষী সৃষ্টি নন্দন কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে।

গত ১৯ ডিসেম্বর '০৬ কুমিল্লা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪ জন মহিলা নবীন কারারক্ষী মার্কার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কারা বিভাগে প্রথমবারের মত কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করে, যা কারা বিভাগের জন্য মাইল ফলক হয়ে রইল।

নবীন কারারক্ষীদের সমাপনী কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করছেন কারা মহাপরিদর্শক

নবীন কারারক্ষীদের শপথ গ্রহণ

নবীন কারারক্ষীদের মার্চ পাস্ট

নবীনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন কারা মহা পরিদর্শক

ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য আই জি পদক পরিয়ে দিচ্ছেন কারা মহাপরিদর্শক

কুচকাওয়াজ উপভোগরত দর্শকবৃন্দ

নিরাপত্তা ইউনিট

বর্তমান কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির হাসান কারা বিভাগে দায়িত্ব পালনের শুরু থেকেই কারাগারের নিজস্ব নিরাপত্তা জোরদারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে একটি কার্যকরী ইউনিট গঠনের চিন্তা করেন, যার ধারাবাহিকতায় ৩৯ জন কারারক্ষীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঢাকা বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শক মেজর মোঃ সামসুল হায়দার ছিদ্দিকীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি নিরাপত্তা ইউনিট চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল কারাগারের নিরাপত্তা জোরদারকরণে কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে এবং কারা উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ০১ জন তত্ত্বাবধায়ক, ০১ জন ডেপুটি জেলার, ১৯ জন প্রধান কারারক্ষী এবং ১৭ জন কারারক্ষীর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নিরাপত্তা সদস্যরা কারারক্ষী নিয়োগকালে প্রত্যয়কচক্রের একজনকে আটক করে

কারাগার সমূহের সর্বশেষ অবস্থা জানতে প্রতি কর্ম দিবসের শুরুতে দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে সংগৃহিত তথ্য যাচাই বাছাই করে নিরাপত্তা ইউনিটে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত তথ্যসমূহ নির্ধারিত কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিক নির্দেশ প্রদান করা হয়। নিরাপত্তা ইউনিটের কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে দেশের সকল কারাগারের নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে যা বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রতিটি কারাগারের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার সত্যতা যাচাই করা নিরাপত্তা ইউনিটের প্রধান কাজ। নিরাপত্তা ইউনিটের কার্য পরিধি বৃদ্ধি এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।

অজ্ঞাত শিশুর নীড়ে ফেরা

পার্থ গোপাল বণিক
জেল সুপার
ফরিদপুর জেলা কারাগার

হাজতী নং ২৯৮৮/০৪ মোঃ রেজাউল বয়স ১০ বৎসর পিতা– আঃ মান্নান শেখ সাং অজ্ঞাত, থানা- কোতয়ালী, জেলা-ফরিদপুরকে কোতয়ালী থানার সাধারণ ডায়রী নং ২২, তারিখ ২-৯-০৪ ইং ক্রমিক নং ১০৮/০৪ এর অন্তর্বর্তীকালীন হেফাজতী পরোয়ানা মূলে গত ৩-৯-০৪ ইং তারিখে নিরাপদ হেফাজতী হিসাবে বিজ্ঞ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ফরিদপুর এর মাধ্যমে অত্র কারাগারে পাওয়া যায়। ছেলেটি তার পূর্ণ ঠিকানা যথাযথভাবে না বলতে পারায় এবং তার অভিভাবক এর নিকট কোন প্রকার যোগাযোগ করতে না পারায় তাকে যে কোন শিশু সদনে প্রেরণের জন্য অত্র দপ্তরের স্মারক নং ৬০৪৫ তারিখ ২৮-৯-০৪ ও স্মারক নং ৩৪৫০ তারিখ ২৬-১২-০৪ ইং মূলে বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ফরিদপুর এর নিকট অনুমোদন চাওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে বিজ্ঞ আদালতের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। বর্ণিত শিশুটি কারাভ্যন্তরে যে ওয়ার্ডে ছিল উক্ত ওয়ার্ডের কয়েদী ম্যাট ও পাহারা তাকে পিতৃস্নেহ দিয়ে আদর যত্ন করে এবং তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঠিকানার কথা বলে। অত্র কারাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণও তাকে একান্তে ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলে। তার দেওয়া বিভিন্ন ঠিকানা মোতাবেক অত্র প্রশাসনের নিজ উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী জেলগুলোতে ব্যাপক অনুসন্ধান করে শিশু রেজাউলের সঠিক ঠিকানা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে উক্ত শিশুটির পিতা আঃ মান্নান, সাং-চরগুনদী,পোঃ শিরখারা, থানা ও জেলা মাদারীপুর এর নিকট অত্র দপ্তরের স্মারক নং ২৮৭ তারিখ ৩১-০১-২০০৫ ইং মূলে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের আলোকে তার পিতা জনাব আঃ মান্নান অত্র কারাগারে এসে উক্ত শিশুটিকে তার সন্তান হিসেবে সনাক্ত করেন। বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, ১ নং আমলী আদালত, ফরিদপুর এর স্মারক নং ৭০২ তারিখ ১০-২-২০০৫ ইং এর আদেশ মূলে ঐদিনই তার পিতা জনাব আঃ মান্নান এর নিকট শিশুটিকে হস্তান্তর করা হয়।

নিরাপদ হেফাজতী সংশ্লিষ্ট শিশুটিকে কারা প্রশাসনের নিজস্ব উদ্যোগ ও একান্ত প্রচেষ্টায় তার অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করে কারা কর্তৃপক্ষ একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে।

কারা বিভাগে খেলাধুলা প্রতিযোগিতা

কারা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এই প্রথম বারের মত উপযুক্ত এবং বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনার প্রভাবে বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতা এবং আনুষ্ঠানিক বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে কারা বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ড এবং এই বিভাগের কর্তব্যরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং ক্রীড়া নৈপুন্যতা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। চার দেওয়ালের মাঝে বন্দীদের সাথে মেশানো জীবনকে জনগণের সম্মুখে নিয়ে আসার বিষয়টি ছিল নিতান্তই সময়ের দাবি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ আগষ্ট '০৬ আন্তঃ বিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মসজিদ সংলগ্ন পুকুরে অনুষ্ঠিত হয়।

সময়ের আবর্তে বর্তমান কারা মহা-পরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হাসান এ এফ ডব্লিউ সি,পি এস সি, কারা বিভাগের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পরপরই কারাগারের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য দেন এবং এই বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং ব্যক্তিগত ও দলীয় ক্রীড়া নৈপুন্য জাতির সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়।

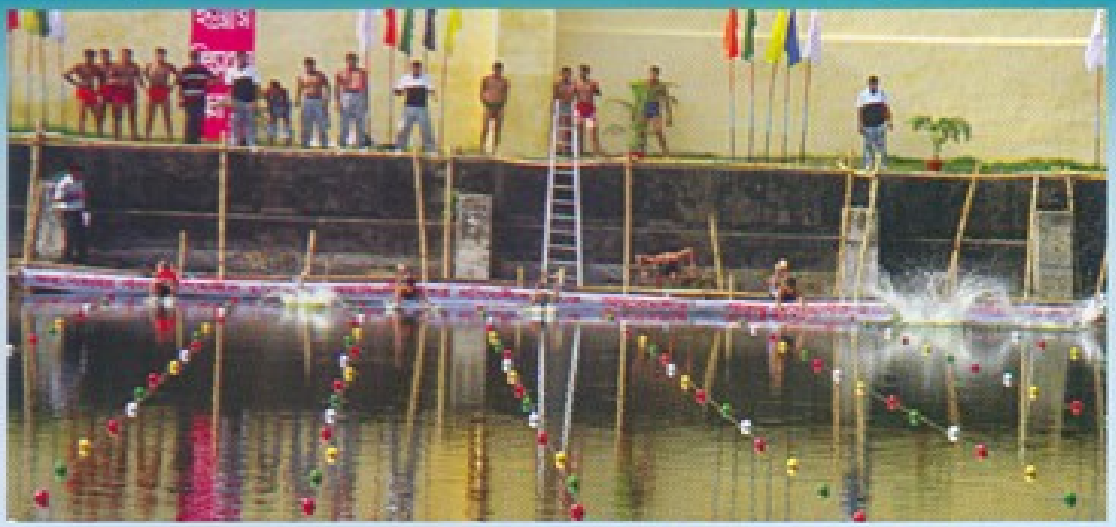

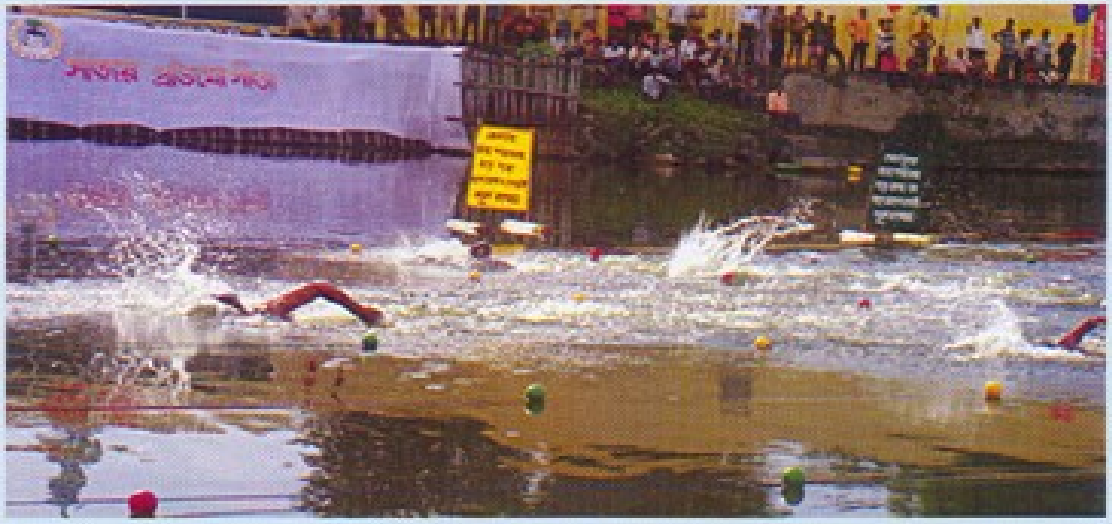

সাঁতার প্রতিযোগিতার বিভিন্ন মুহূর্ত

প্রাথমিকভাবে প্রতিটি কারাগার হতে সাঁতারে পারদর্শী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে প্রথম বারের মত আন্তঃ কারাগার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গত জুলাই '০৬ এর প্রথম সপ্তাহে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আন্তঃ কারাগার প্রতিযোগিতা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে, পরবর্তী সপ্তাহে রাজশাহী বিভাগের প্রতিযোগিতা রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের প্রতিযোগিতা কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ গত ৮ জুলাই কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকা বিভাগের আন্তঃ কারাগার সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে সাঁতার প্রতিযোগীদের প্রাথমিক বাছাই

কুমিল্লা কারাগারে প্রতিযোগীদের সাথে করমর্দন করছেন কারা উপ মহা পরিদর্শক (চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) জনাব মীর মকসুদ হোসেন

আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০০৬ এর চূড়ান্ত পর্বে উপভোগরত দর্শকবৃন্দ

প্রতিযোগিতা শেষে কারা মহা পরিদর্শক বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। দলগত চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করে বরিশাল ও খুলনা বিভাগ এবং দলগত রানার আপ ট্রফি প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন ট্রফি অর্জন করেন বরিশাল ও খুলনা বিভাগের সাঁতারু জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, জেলার নড়াইল জেলা কারাগার এবং ব্যক্তিগত রানার্স আপ ট্রফি অর্জন করে একই বিভাগের সাঁতারু কাররক্ষী মোঃ সাইদুল ইসলাম।

আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০০৬ এ দলগত চ্যাম্পিয়ন এবং দলগত রানার আপকে ট্রফি প্রদান

আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০০৬ এ ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপকে ট্রফি প্রদান

আন্তঃবিভাগীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০০৬ এ বিজয়ীদের মেডাল প্রদান

কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি

কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ত্রী, মেয়ে এবং তার উপর নির্ভরশীল মহিলা আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিভা বিকাশে এবং সৃজনশীল কর্মকান্ডে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যার প্রেক্ষাপটে গত ২৫/৪/০৬ইং তারিখে কারা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে কারা মহা পরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সকল কারা উপ মহা পরিদর্শক ও সিনিয়র সুপারের সম্মতিক্রমে কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি (কাপকস বা KPKS) গঠনের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিটি কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে একটি করে সমিতি গঠন করা হয়।

কাপকস এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এর সাথে সদস্যবৃন্দ

গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্রীয় ভাবে এবং মাঠ পর্যায়ে কমিটির চিত্র নিম্নরূপ :

১। কেন্দ্রীয় কমিটি

ক। প্রধান পৃষ্ঠপোষক – কারা মহা পরিদর্শক মহোদয়ের স্ত্রী।
খ। সভানেত্রী – সংশ্লিষ্ট কারা উপ মহা পরিদর্শক-এর স্ত্রীগণ।

২। কেন্দ্রীয় কারাগার ও জেলা কারাগার কমিটি

ক। সহ সভানেত্রী – সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক/ তত্ত্বাবধায়ক এর স্ত্রী।
খ। সচিব– জেলারের স্ত্রী।
গ। কোষাধ্যক্ষ – সিনিয়র ডেপুটি জেলারের স্ত্রী।
ঘ। সদস্য (৩জন) – সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক/তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক মনোনীত (ডেপুটি জেলার, সার্জেন্ট ইনষ্ট্রাক্টর, সর্ব প্রধান কারারক্ষী ও প্রধান কারারক্ষী এর স্ত্রীগণ থেকে)।

বাগেরহাট কারাগারে কাপকস এর সদস্যবৃন্দ

৩। কমিটির কার্যপরিধি ঃ

ক। পরিকল্পনা প্রণয়ন।
খ। নির্দেশনা জারিকরণ।
গ। কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত বিভাগীয় কারা উপ মহা পরিদর্শক এর স্ত্রীগণ নিজ নিজ কর্মস্থলের কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ/তত্ত্বাবধান ছাড়াও কারা উপ মহা-পরিদর্শক কর্তৃক বিভাগস্থ অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগার পরিদর্শন কালে তিনি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম তদারকী ও তত্ত্বাবধান করবেন।
ঘ। বিবিধ।

৪। যারা সমিতির সদস্য হতে পারবেন ঃ

কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ত্রী, মেয়ে ও তার উপর নির্ভরশীল মহিলা আত্মীয়-স্বজন।

৫। সমিতির অবস্থান ঃ

সংশ্লিষ্ট কারা এলাকায় যে কোন উপযুক্ত কক্ষ।

কুমিল্লা কারাগারে সেলাই প্রশিক্ষণরত কাপকস এর সদস্যবৃন্দ

ঢাকা কারাগারে কাপকস এর সূচীশৈল্পী প্রশিক্ষণরত সদস্যবৃন্দ

৬। সমিতির উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম ঃ

সেলাই শিক্ষা ঃ

ক। কাটিং (দর্জি)

খ। সুন্দর সূচীকর্ম (হাত) (Hand Embroidery)

গ। সুন্দর সূচীকর্ম (মেশিন) (Machine Embroidery)

ঘ। ব্লক

৭। ক্লাস সময় সূচী ঃ

সপ্তাহে ০৫ (পাঁচ) দিন; প্রতিদিন ০৩ (তিন) ঘন্টা।

৮। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ঃ

সমিতির সদস্যদেরকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে স্থানীয় কারাগারের সহকারী সার্জন ও ফার্মাসিস্ট সপ্তাহে ০২ দিন বক্তব্য প্রদান করবেন এবং তাদের বক্তব্যের সারাংশের লিখিত কপি সকল সদস্যকে প্রদান করবেন।

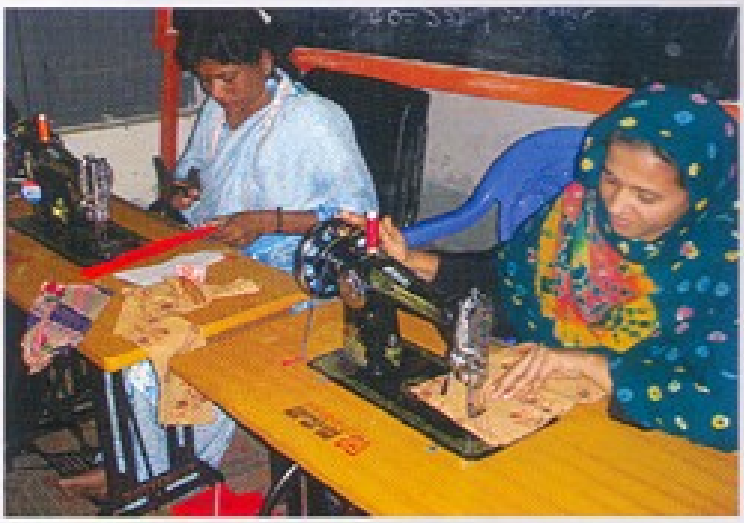

ঢাকা কারাগারে কাপকস এর সেলাই প্রশিক্ষণরত সদস্যবৃন্দ

৯। সমিতি পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

ক। সংশ্লিষ্ট কারাগার/স্থানীয়দের মধ্য হতে শিক্ষক (দর্জি মাস্টার) নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

খ। সমিতির আনুষাঙ্গিক খরচ সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাঁদা হতে মেটানো হবে। প্রত্যেক সদস্যের চাঁদার পরিমাণ হবে ভর্তি ফি ১০০/- টাকা এবং মাসিক চাঁদা ৫০/- টাকা।

গ। নির্ধারিত সময়সূচী মোতাবেক নিয়মিত ক্লাশ পরিচালনার ব্যাপারে সকল দায়-দায়িত্ব কমিটির থাকবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা প্রদান করবে।

ঘ। সমিতি পরিচালনায় সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করা হবে।

ঙ। উক্ত সমিতিতে অধিক সংখ্যক সদস্যের অংশগ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চ। প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ পত্র প্রদান করা হবে।

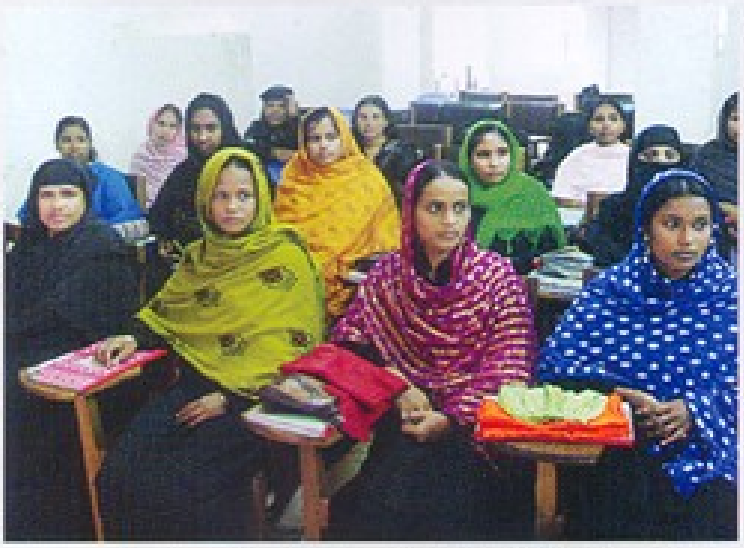

ঢাকা কারাগার এলাকায় কাপকস এর তত্ত্বীয় ক্লাশ

কাপকস এর সদস্যদের নকশী কাঁথা সেলাই প্রশিক্ষণ

কারা পরিবার কল্যাণ সমিতির শুভ উদ্বোধন

গত ২৫/০৪/২০০৬ ইং তারিখে কারা অধিদপ্তরে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কারা বিভাগের কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তক্রমে কারা পরিবার কল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং তারিখে কারা অধিদপ্তর চত্বরে কারা পরিবারের সদস্যদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কারা পরিবার কল্যাণ সমিতির শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব লুৎফুজ্জামান বাবর, বেগম বাবর, স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব সফররাজ হোসেন, পুলিশ মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল, সাবেক কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আবুল হোসেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডাইরেক্টর অব মিলিটারী ট্রেনিং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আসহাব উদ্দিন এবং স্বপরিবারে কারা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে কারা পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সর্বমোট ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কারা মহাপরিদর্শকের পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাপকস-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মিসেস শায়লা জাকির

দর্শকের সারিতে কারা পরিবারের সদস্যবৃন্দ

সঙ্গীত পরিবেশনায় কারা পরিবারের সদস্য পলাশ

বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করছে কারারক্ষী কাজেম

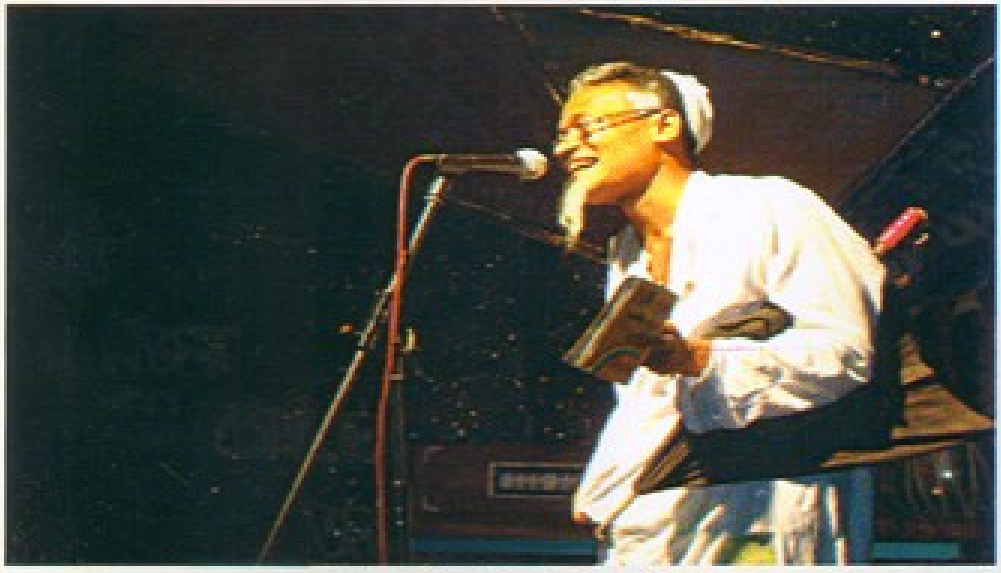

কৌতুক পরিবেশন করছে কারারক্ষী মতিন

নৃত্য পরিবেশন করছে কারা পরিবারের শর্মী

কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষীরা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করছে

কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী কারা বিভাগের পোশাক পরিবর্তনের ধারাকে মঞ্চে উপস্থাপন করছে

প্যারোডি গান পরিবেশন করছে কারা পরিবারের শারমিন ও প্রমী

সঙ্গীত পরিবেশন করছে কারা পরিবারের প্রমী

দর্শকের সারিতে কারা কর্মকর্তাদের পরিবারবর্গ

ডে-কেয়ার সেন্টার

কারাগারে আধুনিকায়নের মাইলফলক

মিসেস ঝর্ণা রাণী সাহা
সমাজসেবা অফিসার
চাইল্ড ডে কেয়ার সেন্টার
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

পটভূমি : দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন প্রধানত নির্ভর করে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর, মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয় শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে। শিশুর বিকাশ বলতে শুধু শারীরিক কাঠামোকে বুঝায় না, তার ভিতরের মনকেও বুঝায় যা মানুষের মানসিক, আবেগিক ও সামাজিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে। শরীর ও মন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। শিশুর পারিপার্শ্বিক বস্তুগত ও সামাজিক পরিবেশ শরীর ও মন গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদের ২৭ নম্বর ধারায় "প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের পর্যাপ্ত মানসম্মত জীবন যাপনের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে"। কারাগারে মায়ের সাথে আগত যে সকল নিরপরাধ শিশু আসে তাদের পরিচর্যা, শিক্ষা, বিনোদনের কোন ব্যবস্থা কারাগারে ছিল না। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদানে কারাগারে মায়ের সাথে আগত নিরপরাধ শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চাইল্ড ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়। গত ৩০শে জুন ২০০৪ তারিখে সেন্টারটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে।

ডে কেয়ার সেন্টারে ঘুমন্ত শিশুরা

ডে কেয়ার সেন্টারে শিশুরা পি.টি করছে

উদ্দেশ্য : ১। কারাগারে মায়ের সাথে আগত ছয় বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের মাতৃস্নেহে লালন-পালন করা।

২। কারাগারে কর্মরত মহিলাদের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতিতে প্রতিপালন ও দিবাকালীন সেবা প্রদান।

৩। ছয় বছর বয়সের শিশুদের সরকারি শিশু সদন/পরিবারে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রতিপালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আসন সংখ্যা : ১০০টি, বর্তমানে উপস্থিত শিশুর সংখ্যা ৮২ জন।

পরিচালিত কার্যক্রম :

শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়–

১। আবাসন ও ভরনপোষণ : শিশুদের সুষম খাদ্য তালিকা (শিশুর বয়স উপযোগী) কারা কর্তৃপক্ষ এবং ডাক্তার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয় এবং সে মোতাবেক খাদ্য শিশুদের মাঝে পরিবেশন করা হয়। খাদ্য বাবদ যাবতীয় খরচ কারাগারের বাজেট হতে নির্বাহ করা হয়।

২। সাধারণ শিক্ষা : শিশুদের বয়স অনুযায়ী ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সাধারণ শিক্ষা দেয়া হয়। শ্রেণীগুলো হল : প্রে-গ্রুপ, নার্সারী ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা। বর্তমানে প্রে-গ্রুপে ২৭ জন, নার্সারীতে ১৯ জন এবং প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় ২১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এ ছাড়া শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষাও দেয়া হয়।

৩। চিকিৎসা : চাইল্ড ডে-কেয়ার সেন্টারে সকল ধরনের চিকিৎসা সেবা ও টিকাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকতর অসুস্থদের বাহির হাসপাতালে প্রেরণের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

৪। খেলাধূলা : শিশুদের উপযোগী খেলাধূলা সামগ্রী যেমন- কেরাম, বল, লুডু, ব্যাডমিন্টন, দোলনা, স্লীপার, পুতুল, বিভিন্ন প্রকারের খেলনা সামগ্রী রয়েছে।

৫। চিত্ত- বিনোদন : শিশুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য রঙ্গিন টেলিভিশন, ভিসিডি ও শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন কার্টুন ভিডিও ক্যাসেট রয়েছে। এছাড়াও শিশুদের জন্য নাচ-গান, ছড়া বলা, চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থা রয়েছে।

জনবল : চাইল্ড ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রেষণে একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি সেন্টারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সহকারী সার্জন রয়েছেন যিনি শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে দু'জন মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে দু'জন শিক্ষক, কারা অধিদপ্তর থেকে চারজন মহিলা কারারক্ষী, পাঁচ জন আয়া ও চারজন সুইপার এই ডে কেয়ার সেন্টারে নিয়োজিত আছেন।

উপকৃতের সংখ্যা : প্রতিষ্ঠান শুরু হতে এ পর্যন্ত আগত মোট ৭১৩ জন শিশুকে দিবাকলীন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লেখিত কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কারাগারে মায়ের সাথে অবস্থানরত অসহায় শিশুদের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম সমাজে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে।

ডে কেয়ারে শিক্ষা

ডে কেয়ারে খাদ্য

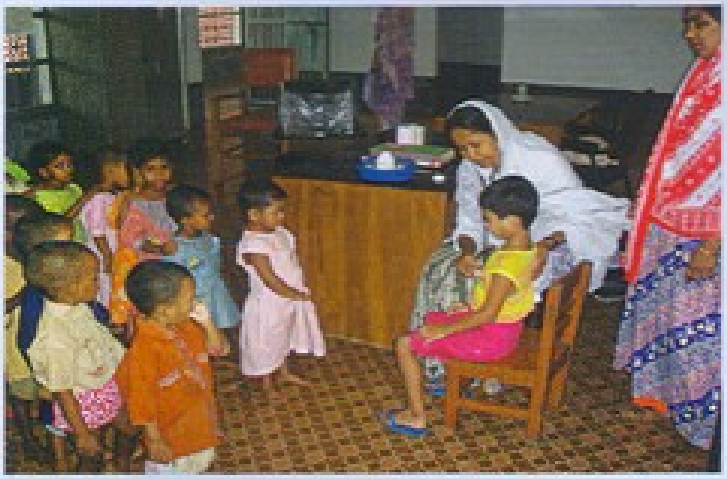

ডে কেয়ারে চিকিৎসা সেবা

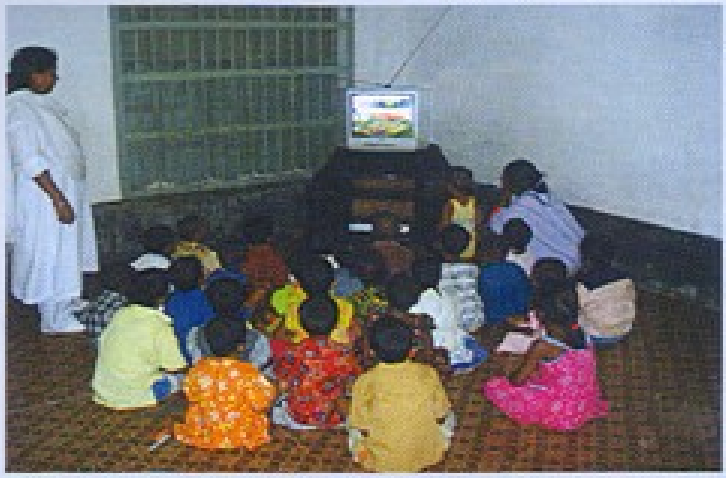

ডে কেয়ারে বিনোদন

ডে কেয়ারে শিশুদের খেলাধূলা

JUVENILE CORRECTION SYSTEM IN BANGLADESH

Md. Azizul Haque
Senior Superintendent
& DIG Prisons (In charge)
Jessore.

I. Introduction :

The attitude of society towards prisoners may vary according to the object of punishment and social reaction to crime in a given community. If the prisons are meant for retribution or deterrence, the condition inside them shall be punitive in nature inflicting greater pain and suffering and imposing severe restriction on inmates. On the other hand, if the prisons are used as an institution to treat the criminal as a deviant, there would be lesser restrictions and control over them inside the institution. Modern progressive view, however, regards crime as social disease and favor treatment of offenders through non-penal methods. Correctional Institute is the most appropriate one to serve the purposes.

II. Juvenile Correction System.

The institutional system in Bangladesh for the correction of Juvenile delinquents consists of Juvenile court, Remand Home and Training Institute. All these three institutions have been recognized as National Institutions (Juvenile Development Centre).

A. The Juvenile Court

Under the children act of 1974, the government may, by notification in the official Gazette establishes one or more Juvenile Courts for any local area. Under the provision of this law, government has established a Juvenile Court within the premises in each institution. The conduct of the Juvenile Court is guided by the rules Sec 9 & 15 which ensures safe guarding for the interest and the right of the children.

There are usually two methods by which children are referred to the Juvenile court in the correctional institute:
I) The child has committed an offence and has been arrested. He is considered as being a ''youthful offender".
II) The child is considered as being ''Uncontrollable" by a parent or his guardian. According to the law he is not a 'Youthful offender' but he will be assimilated to ''neglected children".
The first cases are called "government referred cases" or "police cases" and the second are called "Guardian cases". The Juvenile Court in the correctional institute is at present conducted by a 1st class Magistrate. Responsibility of finding out personal details of the children lies with the probation officer and the social case worker (SCW).

It is to be specially noted that in the Judgement of juvenile court, the term 'conviction', 'sentence' or punishment is not used to avoid stigma of the Juvenile offender and the verdict does not go in the criminal record of the Juvenile offender to facilitate his full rehabilitation in the society in future.

Besides the Juvenile court in the correctional institute other courts (as following) are also empowered to exercise the powers of a Juvenile court:

- ❑ The high Court Division;
- ❑ A court of Session;
- ❑ A court of an Additional Session Judge and of an Assistant Session Judge;
- ❑ A Sub-Divisional Magistrate and
- ❑ A Magistrate of the first class.

The choice of the court depends on whether a case is tried originally (i.e. for the first time) or on appeal or in revision.

When these courts sit as juvenile courts, some specific procedures are maintained in accordance with children act, 1974.

A. The Remand Home

Remand Hone is one of the important components of the correctional institute. The Remand Home is established for the purposes of children committed to custody by any court or police. Probation officer on behalf of the court visits Remand Home and collects data from the inmates. He helps the inmates and as well as court to expedite the trial and prepare pre-sentence report. In a nutshell, the Remand Home may be called as the observation center for diagnosis. During their stay in Remand Home, children enjoy the privilege of participating in different games & sports and can continue their studies but vocational training can not be given.

B. The Training Institute

When a child is committed by the court he is to be sent to the training institute. The training institute is the most vital and important component of the correctional services. After admission in the training institute, an inmate shall be kept under observation and shall be carefully studied with special reference to his mental disposition, conduct, aptitude and other related matters for formulating an effective treatment plan by professional correctional officers; who are designated as SCW.

On the basis of the assessment made, an inmate shall be assigned one or more trades or vocation or he shall be recommended suitable for general education, religious instruction or moral guidance.

III. CASE MANAGEMENT SYSTEM AND TREATMENT

Upon admission in the correctional institute, the character of each is evaluated after meeting with SCW designated to look after him during his stay. Guardian cases are treated alike. Each SCW looks after about 50 boys. On specified days, each week, the SCW meets and talks with the boys, trying to find out their problems and giving advices.

During the detention the SCW maintains a case file for each child, both guardian cases and police cases in which their progressive development is recorded, putting emphasis on behavior, attitudes, with their comments. This recorded (Character Evaluation sheet) is reviewed periodically (more or less every three months) by the Superintendent who adds, in turn, his comments and advices.

A Treatment plan is designed by the SCW again with comments from the superintendent. The first part of this plan is the plan for correction, consists in advising:

- In which class or trade the child should be enrolled;
- That the child should be involved in all physical and recreational activities;
- That the child be motivated to say his prayers five times a day.

The second part of the treatment plan, the plan for rehabilitation, puts emphasis on the necessity for the child to learn a trade in order to find a job when released.
While in correctional institute, children are given basic primary education (literacy programme). Older children are sometimes allowed to attend school outside the institution. Vocational training classes are provided in electricity, mechanics, carpentry, tailoring, radio and TV etc.

Children normally attend one of the two sessions of literacy program and trade, from 9.00 to 11.00 to 1.00 PM. Then they have lunch, rest at noon and play both indoor and outdoor games and sports in the afternoon. When not attending classes or playing games, they stay in their dormitories (rooms of four). In the dormitories, boys are divided according to their age, Discipline is maintained by leaders co-operated by the children under the supervision of house parents.

In the institute, children are medically examined immediately after their admissions. There exists a mini medicare center under a doctor and subordinate para-professionals. The inmates are supplied with such scale of diet and clothing as fit for them. Special diet is supplied to the inmates during their illness. Arrangements are also there to supply improved diet on the occasion of festivals. Moreover, the inmates are also provided with necessary toiletries.

There is also a provision to grant leave to the inmates in such a manner and in such scale as may be specified by the authority. Provided that an inmate shall normally be granted with leave within six months of his admission in the institute except on emergency circumstances.

TREATMENT OF JUVENILES IN THE PRISONS

Apart from the arrangements in the correctional institute, parallel arrangements are also on practice in the prisons.As per directives of section 27, of Act IX, of Prisons Act, 1894, male prisoners in the jail under the age of 21 are kept separate from other prisoners and those under 16 are kept firmly separated from all others. This applies both to convicted and undertrial prisoners. Therefore, in every jail separate ward or compartment has been provided to separate all these prisoners.

In our jails adolescent prisoners are fully exempted from hard labour. They are taught and employed on some simple handicraft that they may carry on as a trade after they leave the jail. The juvenile prisoners are provided with the similar diet as the adult prisoners get in the jail.

All the juveniles irrespective of age both under trial and convict are brought under general education. They are taught by day time. In the central jails, paid teachers are employed for this purpose. The said teacher with help of the literate convicts carries this curriculum. In the district jail the literate convicts under supervision of authority impart the above literacy training to the youthful offenders. Reading and writing materials are supplied to them. In the jails juvenile prisoners are to undergo half an hour physical exercise daily in the morning. Other than the above, in view of the children Act 1974, convicted juveniles are sent to the national correctional institution immediately after their conviction.

Children in Jails

Children below 6 years are permitted by the law to stay with their mothers in the Jails. The innocent children who have committed no crime have to forego freedom when stay with their mothers. Special facilities are required to be provided to them so that they can lead normal life. Keeping in view of the said facts, the government has established a Day Care Centre in Dhaka Central Jail. Plans are also under way to establish similar type of Day Care Centers for the children in other six central jails of the country.

Conclusion

One of the practical approaches prior to introduce all or any of the alternatives considered would be to bear in mind the patterns of cultural behavior of our society. No reforms in terms of modern approaches are possible unless public support can be obtained before they are affected.

প্রথমবারের মতো কারাবার্তা প্রকাশ উপলক্ষে কারা কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

মোঃ আনোয়ার পারভেজ বাদল
কমিশনার
ওয়ার্ড নং- ৬৪
৯ নং মাওঃ মুফতি দীন মোঃ রোড
(উর্দু রোড), চকবাজার, লালবাগ, ঢাকা

কারাগার সংক্রান্ত ভুল ধারণা দূর করতে কারাবার্তা বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস

মোহাম্মদ মোহন
কমিশনার
ওয়ার্ড নং- ৬৯
ঢাকা সিটি করপোরেশন
ঢাকা

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিকথা

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্পর্কে যেটুকু জানা যায়, এখনকার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের স্থানটিতে এক সময় ছিল মোঘল নওয়াব সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর নির্মিত কেল্লা। এ কেল্লার মধ্যে ছিল মহল, বিচারালয়, টাকশাল। ঐতিহাসিকদের মতে পাঠান রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৫৪৫ সালে শেরশাহের আমলে এখানে প্রথম কেল্লা তৈরি করা হয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রিঃ ইংরেজ লেফটেন্যান্ট সুইলটন আসার পর এখান থেকে নায়েব নাজিমকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আজকে কারাগারে থাকা বন্দীরা ভাবতেও পারে না যে, এখানে ছিল শাহী মহল, প্রমোদখানা। ঢাকা জেলখানার পার্শ্ববর্তী এলাকা একসময়ে বাদশাহী বাজার, আজকের জমজমাট চকবাজার। ১৬২০ সালে সেনাধ্যক্ষ মানসিংহের আমলে এর পত্তন। আঠার শতকের গোড়ার দিকে (১৭৬৫ খ্রিঃ পরবর্তী কোম্পানী আমলে) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১০টি ওয়ার্ড ছিল এবং গড়ে ৫০০-৫৫০ বন্দী অবস্থান করত। ১৭৮৮ সালে ১টি ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মানের মাধ্যমে ঢাকা কারাগারের কাজ শুরু হয়েছিল। সে সময়ে একজন বন্দীর জন্য খাদ্যদ্রব্যের দৈনিক বরাদ্দ ছিল দু'পয়সা যা ১৭৯০ সালে বেড়ে হয় ১ আনা। বেঙ্গল জেল কোডে যে কয়টি কারাগারের নাম রয়েছে তার মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার অন্যতম। প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে এবং বন্দী সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জানা-অজানা নানা ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্দী আধিক্য এবং পুরানো ঢাকার ব্যস্ততার ভিড়ে কারাগারের নিরাপত্তা বিবেচনায় ইতোমধ্যে গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-১ এবং পার্ট-২ তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বর্তমানে প্রায় নয় হাজার বন্দী অবস্থান করছে। এই চাপ কমাতে ঢাকার অদূরে কেরাণীগঞ্জে কারাগারটি স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়েছে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটক

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঐতিহাসিক পুরাতন বন্দী ব্যারাক

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঐতিহ্যবাহী হাসপাতাল ভবন

গাজীপুরস্থ কাশিমপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-২ এর অফিস ভবন

এক নজরে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার

হযরত শাহ মখদুম (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত রাজশাহী মহানগরীর পদ্মার তীর ঘেঁষে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যা অবিভক্ত বাংলার প্রাচীনতম কারাগার সমূহের একটি। বেঙ্গল জেল কোডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩ নং ধারায় প্রেসিডেন্সি, আলীপুর, মেদিনীপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর সাথে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার এর উল্লেখ রয়েছে। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলের অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন বিদ্যমান। তন্মধ্যে কবর সেল (বর্তমানে পরিত্যক্ত), সেওয়ানি ফটক (বর্তমানে পরিত্যক্ত), ঐতিহাসিক খাপড়া ওয়ার্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারা অভ্যন্তরে এবং কারা ফটকের বাইরে মোট জমির পরিমাণ ১৬৫ বিঘা। বাংলাদেশের পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারের মধ্যে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার অন্যতম।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান ফটকের সম্মুখ ভাগ

খাপড়া আন্দোলন স্মরণে নির্মিত শহীদ মিনার

ঐতিহ্যবাহী খাপড়া ওয়ার্ড

২০০৬ সালে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পরবর্তী পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন

ক্রমিক	নাম	পূর্বের পদ	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ
১	শাহজাহান আহমেদ	ডেপুটি জেল সুপার	জেল সুপার
২	মোঃ মিজানুর রহমান	ডেপুটি জেল সুপার	জেল সুপার
৩	মোঃ আজিজ উদ্দিন তালুকদার	ডেপুটি জেল সুপার	জেল সুপার
৪	মোঃ জামিল আহম্মেদ চৌধুরী	ডেপুটি জেল সুপার	জেল সুপার
৫	মোঃ সোলায়মান আলী	ডেপুটি জেল সুপার	জেল সুপার
৬	মোঃ ফরমান আলী	ডেপুটি জেল সুপার	জেল সুপার
৭	মোঃ তৌহিদ	ডেপুটি জেল সুপার	জেল সুপার

ক্রমিক	নাম	পূর্বের পদ	পদোন্নতি পদ
১	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	এ টি এ	টি এ
২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উচ্চমান সহকারী	টি এ
৩	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক	অফিস সহকারী	এ টি এ
৪	জনাব এস এম আব্দুল হক	অফিস সহকারী	উচ্চমান সহকারী
৫	বেগম সাঈদা আক্তার	অফিস সহকারী	উচ্চমান সহকারী
৬	জনাব মোঃ ছায়েদুর রহমান	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	উচ্চমান সহকারী
৭	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান খান	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক	উচ্চমান সহকারী
৮	জনাব মোঃ ইব্রাহীম খান	অফিস সহকারী	এ টি এ
৯	জনাব মোঃ এয়ার আলী মোল্লা	ডুপঃ মেশিন অপাঃ	অফিস সহকারী
১০	জনাব মোঃ বাবুল শরীফ	নথী সরবরাহকারী	অফিস সহকারী

স্মরণ

২০০৬ সালে যাদের হারিয়েছি ঃ

১। মহিলা কারারক্ষী নং ১১৭৬৮ সৈয়দা মনোয়ারা বেগম, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালে গত ২৯/১/০৬ ইং তারিখ ১২.৩০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৬ বছর।

২। কারারক্ষী নং ১১৬৪২ মোঃ আঃ হামিদ খাঁন, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।

৩। কারারক্ষী নং ০২৩০২ মোঃ আজিজুর রহমান, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালে গত ২২/২/০৬ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

৪। কারারক্ষী নং ২১৩৮৯ মোঃ আমিন মিয়া, নোয়াখালী জেলা কারাগারের কর্মরত থাকাকালে গত ০৩/০৫/০৬ ইং তারিখে হঠাৎ স্ট্রোক করে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

৫। কারারক্ষী নং ৪১২১২ মোঃ আঃ ছালাম, ঝালকাঠি কারাগারে কর্মরত থাকাকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা কালে গত ১৬/০৫/০৬ ইং তারিখ রাত্রি ১০.০০ টায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

৬। কারারক্ষী নং ১১১৬৮ মোঃ সামছুল মিয়া, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ইউনিট-১ (কাশিমপুর) এ কর্মরত থাকাকালে গত ১৮/৬/০৬ ইং তারিখে রাত্রি ১.৪৫ মিঃ এর সময় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর।

৭। কারারক্ষী নং ০২৫৮২ মোঃ মোজাম্মেল হক, নোয়াখালী জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ০৮/৮/০৬ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

৮। কারারক্ষী নং ০২৫৩৯ মোঃ ফজিজুল ইসলাম, কুমিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত অবস্থায় গত ১২/৮/০৬ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

৯। কারারক্ষী নং ০১৯১৮ মোঃ সামছুল হক, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কর্মরত থাকাকালে গত ২০/৯/০৬ ইং তারিখ সকাল ৬.৩৫ মিঃ কারাভ্যন্তরে ডিউটিরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

১০। নবনিয়োগ প্রাপ্ত কারারক্ষী মোঃ মাকসুদুল আলম, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ইউনিট-২ (কাশিমপুর) এ কর্মরত থাকাকালে রাত্রি ১.৪৫ মিঃ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২০ বছর।

১১। প্রধান কারারক্ষী নং ০৩২৯২ মোঃ আঃ রাজ্জাক, কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মরত থাকাকালে গত ১৪/১২/০৬ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

কারা বিভাগে দরবার ব্যবস্থা

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ/নির্দেশ অধঃস্তন কর্তৃক যথাযথভাবে পালন এবং অধঃস্তনদের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান কল্পে প্রতি কারাগারে নিয়মিত দরবার চালু করা হয়েছে। এই দরবার পদ্ধতি প্রশাসনের গতিশীলতা এনেছে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে সুফল প্রদান করছে। এই দরবার ব্যবস্থার মাধ্যমে কারা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহিতা এবং প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পবিত্র কোরআনের অংশবিশেষ তেলাওয়াত ও ভজনমার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া দরবারে উপস্থিত সদস্যদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমস্যাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক সার্বিক সমস্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে অধঃস্তনরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহিত পদক্ষেপের বিষয়ে জানতে পারে এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। কারা মহা পরিদর্শক বিভিন্ন কারাগার পরিদর্শনকালে কর্মকর্তা এবং কারারক্ষীদের সাথে দরবার করেন এবং তাদের সমস্যাসমূহ সরাসরি জানতে চান এবং নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন।

দরবারে কারা মহা পরিদর্শক

দরবার শুরুর অনুমতি প্রার্থনা করছেন জেলার মোঃ শফিকুল ইসলাম

দরবারে কারারক্ষীদের সাথে কথা বলছেন কারা মহা পরিদর্শক

দরবার নিচ্ছেন সিনিয়র জেল সুপার মঞ্জুরুল করিম

বন্দী দরবার

বন্দীদের বিভিন্ন সমস্যা জানতে এবং তার বাস্তবমুখী সমাধানের লক্ষ্যে কারাগারগুলিতে অধুনা বন্দী দরবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বন্দী দরবারে কারা মহা পরিদর্শক

পত্রিকার পাতায় কারাগার

আজকের কাগজ
২৫ নভেম্বর, ২০০৬
কারাপ্রশাসনে শুদ্ধি অভিযান
বদলে যাচ্ছে দেশের ৬৬ কারাগারের ভেতরের চিত্র

New Age
14 August, 2006
Cabinet body okays jail code reforms
PROPOSED JAIL CODE

আমার দেশ
২৭ ডিসেম্বর, ২০০৬
বদলে গেছে কারাগারের চিত্র

নয়া দিগন্ত
২১ মে, ২০০৬
বদলে যাচ্ছে খুলনা জেলা কারাগারের দৃশ্যপট
কারারক্ষীদের অবৈধ আয় বন্ধ
বদলির তদবির করছেন অনেকেই

দৈনিক যুগান্তর
৯ আগস্ট ২০০৬
পাল্টে গেছে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের

সমকাল
২৫ জুন, ২০০৬
কারাগারের দুর্নীতি রোধে অভিযান শুরু হচ্ছে

দৈনিক ইনকিলাব
২০ ডিসেম্বর, ২০০৬
দেশের সকল কারাগারে বিশেষ গোয়েন্দা ইউনিট
মাদক দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও জনদুর্ভোগ লাঘবে উদ্যোগ

প্রথম আলো
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭
কারাগারে পিঠা উৎসব

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ কারা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব আব্দুল করিম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে 'কারা বেকারী'র শুভ উদ্বোধন করেন। কারা অভ্যন্তরে মাদক পাচার রোধ এবং বন্দীদের কারিগরী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কারা বেকারীর সূচনা। প্রায়শই বন্দীরা কাররক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে বৈধ খাবারের সাথে কারা অভ্যন্তরে মাদক নিয়ে যায় যা কারাগারের জন্য হুমকির কারণ। বৈধ ও টাটকা খাবারের সহজপ্রাপ্যতা সৃষ্টি এবং বন্দীদের বেকারী কার্যক্রম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কারা বেকারী কাজ করছে। বেকারীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিব মহোদয়ের সাথে ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা উপ-মহাপরিদর্শক এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ। মাননীয় সচিব মহোদয় কারা বেকারী উদ্বোধনসহ কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং বন্দীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

কারা বেকারী উদ্বোধন

মেশিনে খামির তৈরি

ওভেনে বেকারীজাত পণ্য তৈরি

প্রস্তুতকৃত বিস্কুট

মোড়কীকরণ

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ কারা ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব আব্দুল করিম ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে 'কারা বেকারী'র শুভ উদ্বোধন করেন। কারা অভ্যন্তরে মাদক পাচার রোধ এবং বন্দীদের কারিগরী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কারা বেকারীর সূচনা। প্রায়শই বন্দীরা কাররক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে বৈধ খাবারের সাথে কারা অভ্যন্তরে মাদক নিয়ে যায় যা কারাগারের জন্য হুমকির কারণ। বৈধ ও টাটকা খাবারের সহজপ্রাপ্যতা সৃষ্টি এবং বন্দীদের বেকারী কার্যক্রম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কারা বেকারী কাজ করছে। বেকারীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সচিব মহোদয়ের সাথে ছিলেন কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা উপ-মহাপরিদর্শক এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্মকর্তাবৃন্দ। মাননীয় সচিব মহোদয় কারা বেকারী উদ্বোধনসহ কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং বন্দীদের সাথে মত বিনিময় করেন।

কারা বেকারী উদ্বোধন

মেশিনে খামির তৈরি

ওভেনে বেকারীজাত পণ্য তৈরি

প্রস্তুতকৃত বিস্কুট

মোড়কীকরণ

জেল ভিজিটর এবং বন্দী কল্যাণ

মেজর মোঃ সামসুল হায়দার সিদ্দিকী
কারা উপ মহা পরিদর্শক
ঢাকা বিভাগ

কারাগার যাকে স্থূল অর্থে বন্দীশালা বলে আজ এই পুরনো ধারণা পাল্টে গেছে। পরাধীন দেশে কারাগারের ধারণা থেকে মুক্ত স্বাধীন দেশের কারাগারের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর বন্দীশালা বা ইংরেজ আমলে আন্দামান সেলুলার কারাগারের পরিপ্রেক্ষিত এখন চিন্তা করা যাবে না। বরং বর্তমানে পশ্চিমা আধুনিক কারাগারের মতো আমাদের দেশের কারাগারগুলিও মানুষের নিরাপত্তা বিধান, মানুষের চরিত্র সংশোধন বা সমাজের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য গড়ে উঠেছে। তবে এ কথা ভুললে চলবে না, এ প্রক্রিয়ার মধ্যে অপরাধীর শাস্তি প্রদান নিশ্চিত হয়েছে। আমাদের দেশের বর্তমান কারাগারের সাথে জবাবদিহিতার প্রশ্নটিও জড়িত। কারাগারের বন্দীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন না হওয়ার ব্যাপারটি জনগনের কাছে নিশ্চিত করা হয়। এদের খাদ্য, চিকিৎসা, বিনোদন কারাগার ব্যবস্থাপনার মধ্যেই নিশ্চিত রয়েছে। তবে এগুলোর সফল বাস্তবায়নের জন্য সৎ ও সুষ্ঠু কার্যক্রম গড়ে তোলার পাশাপাশি কারা পরিদর্শকবৃন্দকে (জেল ভিজিটরস) তৎপর হওয়া জরুরী।

কারাগারে আটক বন্দী উন্নয়নে সরকারী কারা পরিদর্শকবৃন্দের পাশাপাশি বেসরকারী কারা পরিদর্শকবৃন্দের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জেল কোডে বেসরকারী কারা পরিদর্শক সম্পর্কে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা বন্দী ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্দীদের কল্যাণ এবং বেসরকারী কারা পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনে আগ্রহী এমন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাগণকে বি-ভাগীয় কমিশনার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২ বছর মেয়াদে কারা পরিদর্শক পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কারা বিধি অনুসারে কেন্দ্রীয় কারাগারের জন্য ১২ জন (পুরুষ পরিদর্শকের সংখ্যা ০৮ জন এবং মহিলা পরিদর্শকের সংখ্যা ০৪ জন) এবং জেলা কারাগারের জন্য ০৭ জন (পুরুষ সদস্য সংখ্যা ০৫ জন এবং মহিলা সদস্য সংখ্যা০২ জন) বেসরকারী কারা পরিদর্শকের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁরা প্রতি মাসে অন্তত ১ বার কারাগার পরিদর্শন করবেন এবং তাদের সুপারিশ সমূহ ভিজিটর'স বুক-এ লিপিবদ্ধ করবেন, যা কারা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা/বাস্তবায়নের জন্য কারা মহা পরিদর্শকের বরাবরে প্রেরণ করবেন।

কারা বন্দী উন্নয়নে এবং সার্বিক কারা ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী কারা পরিদর্শকবৃন্দের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে অনেক পরিদর্শক আছেন যারা কারাগারে পরিদর্শনে এসে নিজের পরিচিত ব্যক্তিবর্গ এবং এলাকার লোকজনের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সুপার সাহেবকে তাদের নানা বৈধ অবৈধ সুবিধা দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কেউবা কারা বাগানের সবজি, কারা পুকুরের মাছ বা কারাগারে উৎপাদিত পণ্য চেয়ে বসেন। আমার জানা মতে একজন বেসরকারী কারা পরিদর্শক বহুদিন যাবৎ এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি একজন কলামিস্টও বটে। আমার ধারণা ছিল তিনি এসব বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন কিন্তু তিনি দৃষ্টি না দিয়ে তার লেখা একটি বই মুদ্রণের জন্য জেলার সাহেবের কাছে ১০,০০০/- টাকা দাবি করেন। আবার একজন পরিদর্শক কারাগার পরিদর্শন কালে কোর্টের অনুমতি ছাড়াই একজন বন্দীর কাছে ব্যাংকের চেক স্বাক্ষর করার চেষ্টা করলে কারা কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়।

কিন্তু কারাগারে আটক অসহায় বন্দীদের প্রাপ্ত সুবিধা-অসুবিধাসমূহ, অসহায় বন্দীদের সাহায্যার্থে করণীয়, বন্দী ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নে মতামত এমনকি কারাগারের সার্বিক অবস্থার উপরে মতামত প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েও বন্দীদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের ভূমিকা কতটুকু তা প্রশ্নবিদ্ধ। তাদের নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন না করা, ভিজিটরস বোর্ডের ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিত না থাকা এবং পরিদর্শন শেষে ভিজিটরস বুকে তাদের মতামত না লেখার মত নানা অভিযোগ আছে।

এসকল সমস্যাকে এড়িয়ে বন্দী উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে পারলে কারাগারের এত দুর্নাম, বদনাম, অনিয়ম, দুর্নীতির যে অভিযোগ আমরা পাই তা থাকবে না বলে আমি মনে করি। সুষ্ঠু বন্দী ব্যবস্থাপনায় মতামত প্রদানের মাধ্যমে এবং কারা প্রশাসনকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করে বেসরকারী কারা পরিদর্শক কমিটি অবদান রাখবেন সেই সাথে কারাগারের বিরাজমান নানা সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

Sensitization Workshop

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল UNFPA এর অর্থায়নে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও কারা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ২০ জন কারা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গত ২৭/১২/০৬ ইং তারিখে কারা অধিদপ্তরে ১দিনের Sensitization Workshop অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কারা মহা পরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: জাকির হাসান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন UNFPA, Bangladesh -এর officer-in-charge Ms. Carolyn Benbow-Ross এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের উপ সচিব (প্রশাসন) ও Advocacy প্রকল্পের পরিচালক জনাব মো: আবু তালেব মোল্লা। আরও উপস্থিত ছিলেন UNFPA, Bangladesh এর NPPP ভাঃ জামান আরা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক কর্নেল মোঃ সিরাজুল করিম।

ওয়ার্কশপে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

ওয়ার্কশপে সভাপতির বক্তব্য রাখেন অতিঃ কারা মহা পরিদর্শক কর্ণেল সিরাজুল করিম

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

ওয়ার্কশপে আগত কর্মকর্তাদের সাথে কারা মহা পরিদর্শকের মত বিনিময়

ওয়ার্কশপে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম

ওয়ার্কশপে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে মানবাধিকার কর্মী এ্যাডভোকেট এলিনা খান

অবসর গ্রহণ

দীর্ঘ দিন কারা বিভাগে দায়িত্ব পালন শেষে অবসরে যাবার সময় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক কোন কর্মকর্তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানোর রেওয়াজ ছিল না। গত ৯-১১-০৬ইং মোঃ আব্দুল মান্নান খান-এর বিদায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধারার শুরু। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক ৯ নভেম্বর, ১৯৭৬ সালে ডেপুটি জেলার পদে কারা বিভাগে যোগদান করেন দীর্ঘ চাকরী জীবনে বিভিন্ন পদোন্নতির পথ পেরিয়ে ১১-১০-০৬ ইং তারিখে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানে কারা মহাপরিদর্শক, অতিঃ কারা মহাপরিদর্শক, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক বৃন্দ সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।

এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের উপ কারা মহাপরিদর্শক জনাব মীর মকসুল হোসেনকে অবসর জনিত কারণে এবং প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার) জনাব কে এম মোজাম্মেল হককে পদোন্নতি উত্তর বদলীজনিত কারণে গত ২৬-১২-০৬ ইং তারিখে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয়। জনাব মীর মকসুল হোসেন গত ২-৩-১৯৭৩ ইং তারিখে ডেপুটি জেলার পদে কারা বিভাগে যোগদান করেন। দীর্ঘ চাকরী জীবনে বিভিন্ন পদোন্নতির পথ পেরিয়ে তিনি চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে কারা উপ মহাপরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে ২৬-১১-০৬ ইং তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। এই বিদায় অনুষ্ঠানে কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, উপ কারা মহাপরিদর্শক সকল বিভাগ, প্রজেক্ট ডাইরেক্টর বৃন্দ, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক এবং সিনিয়র সুপারগণ সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। বিদায় অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথি দ্বয়কে কারা মহাপরিদর্শকের পক্ষ থেকে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

কারা বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসরকালে আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনার রুপ বিন্যাস এবং অনুষ্ঠানের কাঠামো নির্ণয়ে একটি নীতিমালা তৈরীর প্রক্রিয়া চলছে।

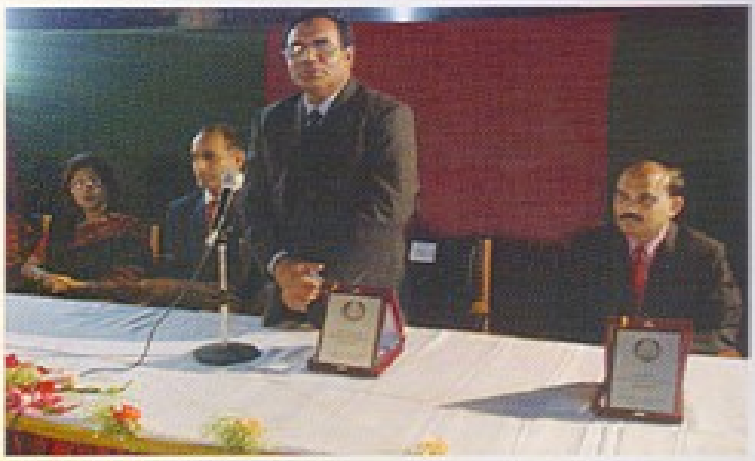

বিদায় অনুষ্ঠানের বিভিন্ন মুহূর্ত

বন্দী শ্রম এবং সম্ভাবনা

মোঃ আসাদুর রহমান
ডেপুটি জেলার
নিরাপত্তা সেল, কারা অধিদপ্তর ।

বন্দী ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন এবং বন্দীদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারকে বর্তমান বিশ্বে সংশোধনাগারে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলছে, যা সৃষ্টির শুরুতে শাস্তি র স্থান হিসাবে বিবেচিত হত। বর্তমান বিশ্বে মানবতা এবং মানবাধিকারের শ্লোগানে সুর মিলাতে বিভিন্ন দেশের কারাগার যখন এগিয়ে আসছে, তখন আমরাই বা কেন পিছিয়ে থাকব। "পাপকে ঘৃনা কর, পাপীকে নয়" এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে আমরাও পারি এই সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষদের সমাজ জীবনে পুনর্বাসিত করতে। আমরা পারি, এই অপরাধীদের হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তরিত করতে। কারাগারই পারে অপরাধী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে, যা সমাজে অপরাধী কমাবে, কমবে অপরাধও। কিন্তু এই পদক্ষেপের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে রয়েছে অনেক অন্তরায়-

অন্তরায় সমূহ ঃ-

১। বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ কারাগারের অত্যন্ত পুরাতন এবং জরাজীর্ন অবকাঠামো।
২। বন্দী আধিক্যের কারণে আবাসন সমস্যা।
৩। প্রাচীন ধ্যান ধারণা ও শতাব্দী পুরানো প্রযুক্তির ব্যবহার।
৪। বিভিন্ন ট্রেডে টেকনিশিয়ান না থাকা।
৫। বন্দী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকা।
৬। বন্দীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা।
৭। বন্দীদের সমাজে পুনর্বাসনের জন্য ভূমিকা না রাখা।
৮। বন্দীদের সাথে মানবিক আচরণ না করা।
৯। বন্দীদের পারিশ্রমিক না দেয়া এবং
১০। গণ মাধ্যমে বন্দী পুনর্বাসন সম্পর্কিত কোন প্রচারণা না থাকা।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দী ভরণ-পোষণে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয় সরকারকে, যার বিনিময়ে সরকারের কোষাগারে জমা হয় নিতান্তই সামান্য কিছু অর্থ। অথচ এই এক একটি কারাগার হতে পারে এক একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার মাধ্যমে সরকার তথা সমগ্র জাতি লাভবান হতে পারে। কর্মসংস্থানের যোগান হতে পারে শত শত মানুষের। প্রশিক্ষিত হতে পারে বন্দীরা ।

এমনই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এবং উপরে উল্লেখিত অন্তরায়গুলোকে মাথায় রেখে আমরা ০৩(তিন) ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি ।

১। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ।
২। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা (আগামী ৫ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত)
৩। আশু সমাধান কল্পে গৃহীত পরিকল্পনা ।

প্রাথমিকভাবে যে সকল বন্দীদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে তার যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন আছে। কেননা বন্দীদের মাঝে ০৩ ধরনের অপরাধী বিদ্যমান ।

১। অভাব জনিত অপরাধী ।
২। হতাশা, অনিশ্চয়তা এবং বেকারত্ব জনিত অপরাধী এবং
৩। পেশাদার অপরাধী ।

বন্দী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এবং অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ক্রমিক নং-১ ও ২ এ উল্লেখিত বন্দীদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

অন্তরায় বিবেচনায় ক্রমিক নং-১ এ উল্লেখিত সমস্যা সমাধানকল্পে শতাব্দী পুরাতন কারাগারগুলোকে আধুনিক কারাগারে রূপান্তরে পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। অবকাঠামো পুরাতন এবং জরাজীর্ন হওয়ায়, বন্দীদের সুবিধার্থে নতুন কিছু সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণ স্বরূপ, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী ব্যারাকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সমস্ত দেশের কারাগারে গ্রীষ্মে বন্দীদের মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত পুরাতন অবকাঠামো হওয়ায় (টিন ও লোহার বার দ্বারা নির্মিত শেড), এই কারাগারে বৈদ্যুতিক পাখা সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা গণপূর্ত বিভাগের অভিমত, এত পুরাতন এবং সুদীর্ঘ টিন সেডের সাথে বৈদ্যুতিক পাখা সংযোজন করলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্রমিক নং-২ এ উল্লেখিত বন্দীর আধিক্যজনিত সমস্যার বিষয়টি শুধুমাত্র কারাগারে নয়, সমস্ত দেশে জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে স্থান সংকুলান করতে হিমসিম খাচ্ছে, যার প্রভাব কারাগারগুলোতে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তবে বর্তমানে সমস্যাটি কারাগারে প্রকট আকার ধারন করায় বেশি বন্দী ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন নতুন কারাগার নির্মানের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। একই সাথে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং কারা বিভাগের সমন্বয় আরো জোরদার করার মধ্য দিয়ে কারাগারে বন্দী হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং-৩ এ উল্লেখিত অতি প্রাচীন ধ্যান- ধারনা ঝেড়ে ফেলে কারাগারে প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে

কারাগার সম্পর্কিত নতুন কনসেপ্ট সম্পর্কে বিশেষ ধারনা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শতাব্দী পুরাতন প্রযুক্তিকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তর/আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে কারা উৎপাদন বিভাগকে শক্তিশালী এবং গতিশীল করতে হবে। বর্তমানে কারাগার সরকারের ব্যয়ের খাতায় একটি বড় স্থান দখল করে আছে। যার দরুন কারা বিভাগের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়টি ত্বরান্বিত হয়নি, এজন্যে কারাগারকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিতান্তই জরুরী। প্রতিবন্ধীরা যদি উৎপাদকের ভূমিকা পালন করতে পারে, তাহলে সুস্থ্য সবল বন্দীরা কেন উৎপাদকের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। কারাগারে গতানুগতিক নিয়মে উৎপাদিত একমাত্র বাঁশের মোড়া সমগ্র দেশে সমাদৃত ছিল। তাও বর্তমানে ধ্বংসের পথে। আধুনিক সমাজ এবং মানুষের মনের চাহিদার কথা বিবেচনা না করে উৎপাদিত পণ্যের যেমন বাজারে চাহিদা কম তেমনই এই সব পণ্য উৎপাদনে প্রশিক্ষিত বন্দীরা বাহির জগতে নিজেকে কাজে লাগাতে পারছে না। যার দরুণ একই লোক নির্দিষ্ট মেয়াদে সাজা ভোগ শেষে কারা মুক্তি লাভ করার পরও জড়িয়ে পড়েছে নানা অপরাধ কর্মের সাথে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কারাগারে ০১টি মোড়া তৈরি করতে ০১ জন বন্দীর ০১ সপ্তাহ সময় লাগে এবং তার বাজার মূল্য ২৮০/-টাকা হইতে ৪০০/- টাকার মধ্যে, যে অর্থে বর্তমানে মোড়ার চাইতে আরো আধুনিক এবং টেকসই দ্রব্য কিনতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, মোড়া তৈরিতে প্রশিক্ষিত বন্দী বর্তমান বাজারে সপ্তাহান্তে একটি মোড়া বাজারজাত করে যে অর্থ উপার্জন করতে পারে তা দিয়ে, তার জীবন ধারন করা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক সমাজের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বন্দীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা জরুরী। একই সাথে শতাব্দীর পুরাতন প্রযুক্তির পরিবর্তে নতুন প্রযুক্তির সংযোজন বা নতুন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। যেমন- সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে ১০টি হস্ত চালিত তাঁত চালু রয়েছে। এই তাঁতকে যদি যন্ত্র চালিত তাঁতে রূপান্তর করা সম্ভব হয় তাহলে উৎপাদন বাড়বে, কারাগারে অভ্যন্তরীন চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে এবং নতুন নতুন ডিজাইনের কাপড় তৈরির মাধ্যমে কারাগারে উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার তৈরির সম্ভাবনা দেখা দিবে।

প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বর্তমানে একটি টাস্কটেকার পদ রয়েছে, এই টাস্কটেকার পদধারী ব্যক্তি একাধারে মোড়া, তাঁত, কাঠ, বাঁশ, কামার ইত্যাদি সেক্টর দেখাশুনা করেন এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দেন। কিন্তু একজন টেকনিশিয়ান দিয়ে শত শত কয়েদীকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তাই এই পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে কারাগারে সকল সেক্টরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন সম্ভব হবে।

অথবা–

প্রতিটি জেলাতে অপরাধী সংশোধন কমিটি কাজ করছে যারা কারাভ্যন্তরে বন্দীদের প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষক নিয়োগ করে থাকেন। কারা কর্তৃপক্ষ এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে কাঠ, বেত, বাঁশ, তাঁত, সেলাই ইত্যাদি সেক্টরে সাময়িকভাবে প্রশিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ বন্দী তৈরী করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে- বর্তমানে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে অপরাধী সংশোধন কমিটি ০১(এক) জন মহিলা প্রশিক্ষকের মাধ্যমে মহিলা বন্দীদের সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অথবা–

আবার এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরো বেশি জোরদার এবং কার্যকরী করার লক্ষ্যে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বর্তমানে যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে। এই যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষকদের দ্বারা ৩/৬ মাস মেয়াদী ডেইরী, পোলট্রি, ফিসারী, বাটিক, বুটিক, প্রিন্ট সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কারাভ্যন্তরে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে সকল বন্দী ভাল ফলাফল করবে তাদেরকে বন্দী প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে এবং তাদের জন্য বিশেষ পোশাক ও রেয়াতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে বন্দীরা প্রশিক্ষক বন্দী হিসাবে নিয়োগ পেতে আগ্রহী হবে। পর্যায়ক্রমে এই সকল বন্দী প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পুরাতন জেলা/কেন্দ্রীয় কারাগারে ডেইরী/পোলট্রি/ফিসারী ফার্ম তৈরির অবকাঠামো আছে। সেখানে বন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানোর সাথে সাথে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হবে। কারাগারে যেহেতু কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বল্পতা রয়েছে, সেহেতু উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন এনজিও এবং কোম্পানীর সাথে চুক্তি ভিত্তিতে বন্দী শ্রম বিনিময় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরীক্ষামূলক ভাবে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে মাছের চাষ এবং রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে গবাদি পশু পালন প্রকল্প যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কাশিমপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ কারাগারে বিভিন্ন এনজিও/কোম্পানীর মাধ্যমে বন্দীদের শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন- দেশের প্রসিদ্ধ বেকারী বনফুল তাদের পন্য উৎপাদনের জন্য তাদের সুবিধামত দেশের যে কোন কারাগারে অবকাঠামো তৈরী করবে, বিনিময়ে বন্দীদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহারে সুযোগ দিলে দক্ষ বন্দী শ্রমিক তৈরী করা সম্ভব হবে। অনুরুপভাবে কারাগারে বেসরকারী খাতে বিভিন্ন পন্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে কারাগারও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখতে পারবে। উদাহরন হিসাবে কারাগারে কাগজের তৈরি প্যাকেট, কাগজ/বস্তার ব্যাগ, বস্তা, বিভিন্ন প্লাষ্টিক সামগ্রী, বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য(পাপড়, চাঁপস, পাউরুটি, বিস্কুট, কেক, পনীর, ডাল ভাজা, বাদাম ভাজা ইত্যাদি) তৈরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অথবা–

বাংলাদেশে বর্তমানে গার্মেন্টস এবং নীট শিল্প রপ্তানী খাতে বিশেষ অবদান রাখছে। বিভিন্ন গার্মেন্টস ও নীট কোম্পানীর সাথে চুক্তির মাধ্যমে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (Accessories) তৈরির জন্য ঢাকা বিভাগের কারাগারগুলিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরীর মাধ্যমে বন্দীর শ্রম বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় কারাগারে শিক্ষিত বন্দীদের দ্বারা প্যারামেডিক্স ও টিবিএ (ধাত্রী) প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে। এই কোর্সগুলো সফলভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে (মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন) শুরু করা যেতে পারে। এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত বন্দীরা কারাগারে বন্দীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং কারা হাসপাতাল পরিচালনায় ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্টকে সহযোগিতা করার

জন্য সেবক এর ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং কারা মুক্তির পরে এই অর্জিত প্রশিক্ষণ তার জীবিকা নির্বাহে সহায়ক হবে।

প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে কাঠের কাজের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে তৈরী পণ্যের মান উন্নত করা গেলে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র সরবরাহের অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কারাগারে সুতার মিস্ত্রি তৈরি এবং সরকারী ব্যয় কমানোর একটি পথ সুগম হবে। একইভাবে প্রতিটি জেলা কারাগারে ফিনাইল তৈরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং জেলাস্থ সরকারী হাসপাতাল, সরকারী স্কুল/কলেজ, অফিসে প্রয়োজনীয় ফিনাইল ক্রয়ের জন্য কারাগারকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বোপরি বৃহৎ আকারে চিন্তা করলে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে আধুনিক কাপড়ের মিল স্থাপন করা যেতে পারে। সেখানে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ইউনিফরম তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে, দেশ লাভবান হবে এবং কারাগার জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার সুযোগ পাবে।

সাধারণত, কারাগারে রন্ধন শালায় জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাতে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জ্বালানী কাঠের ব্যবহার হয়, এ জ্বালানীর যোগান দিতে সরকারকে একটি বড় অংকের বরাদ্দ দিতে হয়। প্রাথমিকভাবে যে সকল কারাগারে জ্বালানী কাঠের ব্যবহার হচ্ছে সে সকল কারাগারে বন্দীদের সৃষ্ট আবর্জনা, ডেইরী ও পোলট্রি কর্তৃক সৃষ্ট বিষ্টা এবং বন্দীদের মল দ্বারা বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী করা সম্ভব হলে সরকারী অর্থের সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় কারাগার বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরীর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এই যুগান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে কারাগারগুলোতে যে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু আছে তাও নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহের অভাবে মাসের পর মাস বন্ধ থাকে। তাই আশু সমাধানকল্পে নিয়মিতভাবে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে এবং প্রতিটি কারাগারে কেন্দ্রীয় ভাবে টার্গেট নির্ধারনের মাধ্যমে ধ্বংস প্রায় কারা উৎপাদন বিভাগকে নতুনভাবে চালু করা সম্ভব হবে।

বর্তমান বাজার "প্রচারেই প্রসার" নীতিতে বিশ্বাসী তাই বন্দীদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের ব্যবস্থা করার সাথে সাথে বন্দী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার পরিবর্তে, ইতিবাচক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে সরকারী গণমাধ্যমে প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। একজন মানুষ তার কৃত অপরাধের জন্য কারাগারে সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে, যা একটি মানুষের জীবনী শক্তির অনেকটাই নষ্ট করে ফেলে। ভেঙ্গে ফেলে তার সামাজিক অবস্থান এবং সংসার পরিজনের সাথে বন্ধন। তাই এই মানুষটি যখন কারা মুক্তির পরে সমাজে পুনর্বাসনের চেষ্টা করে তখন সামাজিকভাবে সে বাধা পায় পদে পদে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা আবার অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। তাই অভাব জনিত অপরাধী এবং হতাশাগ্রস্থ বেকার অপরাধীদের সমাজে পুর্নবাসনের জন্য ডকুমেন্টারী ফিল্ম, গণমাধ্যমে নাটক/নাটিকা এবং প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। আর অপরাধীদের সামাজিক পুর্নবাসন সম্ভব হলে সমাজে অপরাধ কমবে এবং একই সাথে কমবে অপরাধীর সংখ্যাও। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগারেই টেলিভিশন দেখার এবং রেডিও শুনার ব্যবস্থা রয়েছে।

কারাগারে আটক বন্দীরা আমাদেরই সমাজের একটি অংশ, তারা কারও বা বাবা, কারও বা ভাই, কারও বা স্বামী। সে আমার বা আপনার আত্মীয় তাই "বন্দীদের সাথে আচরণ" মূলক একটি সিলেবাস তৈরী করে কারা কর্তকর্তা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে তা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণের বাস্তবায়ন ঘটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়ে অবশ্যই ফলোআপ প্রোগ্রাম থাকতে হবে। একই সাথে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বন্দীদের বিষয়ে একটি সিলেবাস তৈরী এবং তা মৌল প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়ে বাস্তব সমস্যা এবং তার সমাধানের জন্য অবশ্যই কারাগারে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা জরুরী। দুর্ধর্ষ বন্দীদের পরিচালনার বিষয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষ জনশক্তি তৈরী অত্যন্ত জরুরী। কারাগারই হতে পারে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর কারখানা। কেননা এখানে মানুষ বিভিন্ন মেয়াদে কারাবাস কালে অত্যন্ত নিয়ম শৃংখলার মাঝে জীবন যাপন করে যা প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে জরুরী। কারাগারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান কারা প্রশাসন দেশের বিভিন্ন কারাগারে ইতোমধ্যে স্বল্প পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছে। কারাগারগুলোতে ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স, বেকারী, কুটির শিল্প, কাগজের প্যাকেট তৈরি, সেলাই, টেইলারিং, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি বিষয়ের উপর পুরুষ এবং মহিলা বন্দী উভয়ই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। তাদের প্রশিক্ষিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা কারাগারের ভেতরে উপার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রশিক্ষিত বন্দীদের মুক্তিকালে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে সনদপত্র প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে কারা বিভাগ সমগ্র দেশে উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে, যা আমার বিশ্বাস।

মো: (কামাল?) রহমান

কারা বিভাগের ডিপার্টমেন্টাল ও ডিভিশনাল সাইন

বাংলাদেশের প্রতিটি বাহিনীতে নিজস্ব সাইন থাকা সত্ত্বেও কারা বিভাগের জন্য তা ছিল অনুপস্থিত। এই চাহিদা পূরণের তাগিদে বর্তমান কারা মহা-পরিদর্শক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই প্রেক্ষিতে কারাগার সমূহের সকল ডিভিশনের জন্য একটি করে ডিভিশনাল সাইন এবং সমগ্র ডিপার্টমেন্টের জন্য তৈরি হয় ডিপার্টমেন্টাল সাইন। এই সাইনগুলি তৈরি করতে কারাগারের উদ্দেশ্য, কর্মকান্ড ও প্রহরার বিষয়টিকে সামনে রাখা হয়। ডিপার্টমেন্টাল সাইনে কারাগারের motto 'প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও মানবতা' স্থান পেয়েছে।

Super Gold
High Potency Multivitamin-Multimineral Tablet

Prevas
Omeprazole BP 20 & 40 mg capsule
No. 1
antiulcerant

Superb power to ensure healthy lives

CAFENOL
Paracetamol BP 500 mg & Caffeine BP 65 mg

FAST Pain Relief

When Back Pain Hits

Turn it to

Bost
Tablet
Thiamine Mononitrate USP 100 mg
Pyridoxine Hydrochloride BP 200 mg
Cyanocobalamin BP 200 mcg

A Proven Healer

Mecobal (Mecobalamin INN)
Tablet 0.5 mg

Levogen (Levofloxacin INN)
Tablet 250 & 500 mg

Setra (Sertraline INN)
Tablet 25, 50 & 100 mg

Deleta
Flupenthixol INN 0.5 mg & Melitracen INN 10 mg Tablet

Acefenac (Aceclofenac BP)
Tablet 100 mg

Glustin plus
Glucosamine sulfate INN 250 mg & Chondroitin sulfate 200 mg Tablet

Geflox (Ciprofloxacin)
Tablet 250 & 500 mg

Genamox (Amoxycillin BP)
Capsule 250 & 500 mg / Powder for Suspension / Paed. Drop

Velogen (Cephradine BP)
Capsule 250 & 500 mg / Powder for Suspension / Paed. Drop

Etocox (Etoricoxib INN)
Tablet 60, 90 & 120 mg

Misoclo
Diclofenac sodium BP 50 mg & Misoprostol INN 200 mcg Tablet

Pantogen (Pantoprazole INN)
Tablet 20 & 40 mg

GENERAL
Pharmaceuticals Ltd.

Healthy life
Healthy living

Head Office : House # 48/A, Road # 11/A
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Bangladesh
Phone : 9132594, 9142469-70, 8120743, 8124649
Fax : 880-2-9120657, E-mail: info@generalpharma.com
Web : www.generalpharma.com

AZIZ BROTHERS

REPRESENTATIVE, AGENTS, CONSTRACTORS AND ALL SORTS OF GENERAL ORDER SUPPLIERS.
19, HAFIZULLA ROAD, DHAKA-1100, TEL : 7317726, 7319443
HEAD OFFICE : 2/1, HAFIZULLAH ROAD, DHAKA-1100. Mob : 0171-188400

I wish my best to 'Karabarta'.
I hope it's prosperity.

Haji Md. Azizullah
Commissioner
Ward no : 67
Dhaka City Corporation

'কারাবার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমরা আনন্দিত।
আমরা এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ শাহজাহান
স্বত্বাধিকারী

হাজী আব্দুল মতিন এন্টারপ্রাইজ

৯/১০/১, আলী হোসেন খান রোড
মৌলভীবাজার, ঢাকা

সম্পাদক সরদার আব্দুস সালাম, কারা উপ-মহাপরিদর্শক, সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত